Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Ashar 13, 1433 Bangla, June 27, 2026, Saturday, No. 172, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has returned home from Beijing wrapping up his 6-day maiden official visit to China & Malaysia at invitation of Prime Ministers of the two countries. [Jago FM: 12]

Chinese President has said Beijing's commitment to friendly relations with Bangladesh remains unwavering and its support for Bangladesh's sovereignty & territorial integrity will continue. [R. Tehran: 10]

PMO spokesperson has said Bangladeshi Prime Minister and Chinese President discussed Bangladesh-China-Myanmar Economic Corridor, Teesta Master Plan and strategic partnership. [BBC: 03]

Prime Minister Tarique Rahman has expressed deep sorrow and shock at the loss of lives caused by powerful earthquakes in Venezuela. [Jago FM: 14]

Home minister has said not a single person had been allowed to enter Bangladesh through illegal push-ins due to strict vigilance maintained by BGB along country's frontiers. [Jago FM: 16]

LGRD Minister has affirmed that government will ensure justice for enforced disappearances, stating that no one involved will be spared regardless of their influence or status. [Jago FM: 17]

State Minister for Information and Broadcasting has called for giving the highest priority to cybersecurity and digital trust to sustain country's rapid digital transformation. [Jago FM: 20]

State Minister for Local Government has said that water must not be allowed to accumulate on rooftops, stressing that government's main goal is to build a dengue-free city. [Jago FM: 15]

Education Minister has warned that strict legal action will be taken against anyone spreading rumors about leaks of upcoming HSC and equivalent examination question papers. [R. Today: 22]

Transparency International Bangladesh has revealed that a total of Tk 12,633.2 crore in bribes were transacted at the national level in Bangladesh in 2025. [DW: 11]

India has imposed a ban on imports of processed food products from Bangladesh through land ports, severely affecting exports of processed foods, including fruits and fruit-based beverages. [Jago FM: 19]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
আষাঢ় ১৩, বাংলা ১৪৩৩, জুন ২৭, ২০২৬, শনিবার, নং-১৭২, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

মালয়েশিয়া ও চীনে ছয়দিনের সরকারি সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [জাগো এফএম: ১২]

চীনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, বিশ্ব পরিস্থিতি যাই হোক, বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি বেইজিংয়ের অঙ্গীকার অটুট এবং সেদেশের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সমর্থন অব্যাহত থাকবে।
[রেডিও তেহরান: ১০]

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও চীনের প্রেসিডেন্টের বৈঠকে বাংলাদেশ-চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর, তিস্তা মহাপরিকল্পনাসহ কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
[বিবিসি: ০৩]

ভেনেজুয়েলায় জোড়া ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শোক প্রকাশ।
[জাগো এফএম: ১৪]

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, একজনকেও 'পুশ-ইন' হতে দেওয়া হয়নি; সীমান্তে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে আছে।
[জাগো এফএম: ১৬]

গুমের সঙ্গে জড়িতরা যত বড়ো প্রভাবশালীই হোক না কেন, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না -- জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়মন্ত্রী। [জাগো এফএম: ১৭]

দেশের দ্রুতগতির ডিজিটাল অগ্রযাত্রাকে টেকসই ও নিরাপদ করতে সাইবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল ট্রাস্ট নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী । [জাগো এফএম: ২০]

স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই ছাদে পানি জমতে দেওয়া যাবে না, ডেঙ্গুমুক্ত নগর গড়াই সরকারের মূল লক্ষ্য। [জাগো এফএম: ১৫]

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, আসন্ন এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়ালে বা বিরূপ মন্তব্য করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। [রে. টুডে: ২২]

বাংলাদেশে ২০২৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে মোট ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি ২০ লাখ টাকার ঘুস লেনদেন হয়েছিল --- জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। [ডয়চে ভেলে: ১১]

বাংলাদেশ থেকে স্থলবন্দর দিয়ে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ভারত; মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রক্রিয়াজাত খাবারসহ ফল ও ফলজাতীয় পানীয় রপ্তানি। [জাগো এফএম: ১৯]

বিবিসি

তারেক-শি বৈঠক : চীনের অর্থনৈতিক করিডোরে বাংলাদেশকে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব

বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার এবং চীন হয়ে একটি অর্থনৈতিক করিডোর তৈরির বিষয়ে প্রস্তাব এসেছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর বৈঠকে। তিস্তা মহাপরিকল্পনা, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। চীন সফরের শেষ দিনে দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মি. আমিন বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে একটি 'দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব ও কৌশলগত' সম্পর্কে রুপ দিতে নতুন একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে দুই দেশ। চীনের স্থানীয় সময় শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপল-এ দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেন দুই নেতা। এই বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বেইজিং সফর নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। তিনি জানান, চীন সফরে দেশটির প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীসহ শীর্ষ নেতা ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বৈঠক হয়েছে। দুই দেশের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনাসহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান মি. আমিন।

এছাড়া এই সফর ও বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হিসেবে ১৩টি সমঝোতা স্মারক ও ৪টি অতিরিক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলেও জানান মি. আমিন। তিনি বলেন, চীনের সঙ্গে যে-সব উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে, সেগুলো এগিয়ে নেওয়ার বিষয়েও আলেচনা হয়েছে। "সড়ক, ব্রিজ, রেলওয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে চীন আমাদেরকে 'মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্টেশন ম্যাকানিজম' তৈরির ক্ষেত্রে সহযোগীতা করতে চায়,"বলেন তিনি। এছাড়া এই বৈঠক নিয়ে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে, দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন এবং উন্নয়ন অংশীদারিত্বে সহযোগিতার বিষয়ে জানানো হয়। দুই দেশএকটি যৌথ বিবৃতিও দিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সরকার গঠনের পর এটিই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফর। গত ২১ জুন ঢাকা ছাড়ার পর দুইদিনের মালয়েশিয়া সফর শেষে চীনে যান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

যে-সব বিষয়ে আলোচনা হলো

চীন সফরে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথেও একাধিক বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এছাড়া চীনের দালিয়ান শহরে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের 'সামার দাভোস ২০২৬' সম্মেলনেও অংশ নেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চীনের ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ঝাও লেজি-এর সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। শুক্রবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এই বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। বৈঠকে আলোচনা হওয়া নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন তিনি। মি. আমিন জানান, দুই দেশের শীর্ষ নেতার আলোচনায় 'পরস্পরের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার' বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি বলেন, দুই নেতার আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি ছিল তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা। এই প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বিষয়ে চীন আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানান তিনি। এছাড়া, বিসিআইএম (বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার) অর্থনৈতিক করিডোর, চট্টগ্রাম বন্দরকে আঞ্চলিক হাব হিসেবে গড়ে তোলা এবং মোংলা বন্দরের আধুনিকায়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক কানেক্টিভিটি বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান মি. আমিন। তিনি জানান, "দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের আলোচনার ভিত্তিতে ১৬ দফার একটি যৌথ ইশতেহার প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপরেখা ও বড়ো সিদ্ধান্তগুলো জায়গা পেয়েছে।" বৈঠকে দুই দেশের বিদ্যমান বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং চীনের শিল্প স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশকে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান মি. আমিন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সড়ক, সেতু ও রেলওয়ে অবকাঠামোর পাশাপাশি আনোয়ারায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে চীন। এই সফর ও বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হিসেবে ১৩টি সমঝোতা স্মারক ও ৪টি অতিরিক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলেও জানান মি. আমিন।

এদিকে, এই বৈঠকের পর একটি বিবৃতি দিয়েছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যেখানে সম্পর্ক উন্নয়ন, সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সমর্থন এবং উন্নয়ন অংশীদারিত্বের বিষয়ে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বিশ্ব পরিস্থিতি যেমনই পরিবর্তিত হোক না কেন, চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মূল লক্ষ্য থেকে বেইজিং কখনও সরে আসবে না। চীন সব সময়ই বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু, সুপ্রতিবেশী এবং ভালো অংশীদার হিসেবে পাশে থাকবে।" এছাড়া চীন বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা রক্ষার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এবং যে-কোনো ধরনের বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরোধী বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। এর আগে, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বিকেলে বেইজিংয়ের 'গ্রেট হল অব দ্য পিপল'-এ চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের সঙ্গেও দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। বৈঠক শেষে দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে

সহযোগিতা জোরদারে ১৩টি সমঝোতা স্মারক বা এমওইউ সই হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, সমঝোতা স্মারকগুলো মূলত বিনিয়োগ সহযোগিতা, সবুজ উন্নয়ন বা গ্রিন ডেভেলপমেন্ট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সই করা হয়েছে। এছাড়া বৈঠকে একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনা বা জয়েন্ট অ্যাকশন প্ল্যান নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। "আমাদের গ্লোবাল ডেভেলপেন্ট ইনিশিয়েটিভ অর্থাৎ যার অধীনে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলো নিয়ে এমওইউ হয়েছে। একই সাথে মানবসম্পদ উন্নয়নে এক পৃথক কো-অপারেশন প্ল্যান সই হয়েছে," সংবাদ সম্মেলনে বলেন মাহদী আমিন। এছাড়া রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানেও বাংলাদেশের পাশে থাকার বিষয়ে চীন আশ্বস্ত করেছে বলে জানান মি. কবির। তিনি বলেন, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ছাড়াও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একে অপরকে সমর্থন জানানো এবং বাংলাদেশকে ব্রিকস সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে চীন। তিনদিনের চীন সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

'পুশ-ইন' ও চোরাচালান ঠেকাতে সীমান্তে প্রযুক্তি ব্যবহারে কতটা প্রস্তুত বাংলাদেশ?

বাংলাদেশের সাথে চার হাজার কিলোমিটারের বেশি সীমান্তে ভারত তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। কাঁটাতারের বেড়া বসানোসহ নানা ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের এই সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় বছরের পর বছর ধরে চোরাচালান, মানবপাচারের মতো অপরাধের নানা ইস্যু নিয়ে আলোচনায় আছে। সীমান্তে বিভিন্ন সময় মানুষ হত্যাও বাংলাদেশের দিক থেকে বড়ো উদ্বেগের বিষয়। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের পক্ষ থেকে সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশে 'পুশ-ইন' করা বা লোক ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ফলে সীমান্তে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। ভারত তাদের সীমান্তের বড়ো অংশেই কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। সেইসাথে, তারা সেখানে ফ্লাডলাইট, আধুনিক নজরদারি ক্যামেরা, এমনকি সীমান্ত ঘেঁষা সড়কও নির্মাণ করেছে। সেই তুলনায় বাংলাদেশের নজরদারি ব্যবস্থা খুবই এখনো অপ্রতুল। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সাথে এ প্রসঙ্গে কথা বলে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশের সীমান্ত নিরাপত্তা মূলত আজও বিজিবির টহল ও স্থানীয় জনগণের সতর্কতার ওপর নির্ভরশীল। তবে পরিবর্তিত নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি আরও জোরদার করা প্রয়োজন কি না এবং এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি না, তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে।

সীমান্ত পাহারায় বাংলাদেশের ভরসা কী?

বাংলাদেশের সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব পালন করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), যা আগে বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) নামে পরিচিত ছিল। বিজিবি'র বিভিন্ন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বর্তমানে বাংলাদেশের সীমান্তজুড়ে বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি), পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ও নিয়মিত টহলের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। সীমান্তের নদীবেষ্টিত এলাকাগুলোয় জলপথেও টহল পরিচালনা করা হয়। এদিকে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের উল্লেখযোগ্য অংশ নদী, চর, পাহাড় ও বনাঞ্চলের মধ্যদিয়ে গেছে। ফলে সব এলাকায় একই ধরনের অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি এখনো। জাতীয় নিরাপত্তা ও অপারেশনাল কারণে নজরদারি সরঞ্জামের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা প্রকাশ না করলেও বিজিবি সদর দপ্তর জানিয়েছে, সীমান্তে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য ওয়াচ টাওয়ার, পর্যবেক্ষণ পোস্ট, সিসিটিভি ক্যামেরাসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর অবকাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ করে, যশোর, সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট ও টেকনাফ সীমান্তে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য আধুনিক বর্ডার সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম (বিএসএস) স্থাপন করা হয়েছে। বিএসএস হলো সীমান্তে সন্দেহজনক চলাচল বা কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের জন্য ক্যামেরা, সেন্সর ও অন্যান্য নজরদারি প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি আধুনিক ব্যবস্থা। এছাড়া, কক্সবাজার অঞ্চলের টেকনাফ, রামু, উখিয়া ও নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় থার্মাল ইমেজিং সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে দিন-রাত নজরদারির ব্যবস্থা রয়েছে। থার্মাল ইমেজিং সিস্টেম এমন একটি প্রযুক্তি, যা মানুষ, প্রাণী বা বস্তুর শরীর থেকে নির্গত তাপ শনাক্ত করে অন্ধকার, কুয়াশা বা কম আলোতেও তাদের উপস্থিতি শনাক্ত করতে পারে।

সীমান্ত নিরাপত্তায় ঘাটতি কোথায়

সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার নানা ধরনের ঘাটতির কথাও জানিয়েছেন বিজিবি কর্মকর্তারা। বিশেষ করে, সীমান্ত লাগোয়া সড়কের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন তারা। বিজিবির এক কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, এখনো তারা অনেক পুরোনো কায়দায় পায়ে হেঁটে বর্ডার পাহারা দেন, কারণ সীমান্ত এলাকায় বলতে গেলে কোনো সড়কই নেই। "যদি বর্ডার রোড থাকতো, তাহলে হয়ত মোটরসাইকেল বা গাড়ি করে ডিউটি করতে পারতাম আমরা। এমনকি, বিএসএফও কিন্তু পায়ে হেঁটে ডিউটি করে না," বলছিলেন তিনি। তবে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের অংশ হিসেবে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় সীমান্ত সড়ক নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান এই তিন পার্বত্য জেলায় চলমান রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য এক হাজার ৩৬ কিলোমিটার। এর বাইরে ফ্লাডলাইট, সিসি ক্যামেরা ইত্যাদিরও অপ্রতুলতা রয়েছে বলে জানান ওই কর্মকর্তা। "ওপাড়ে কাঁটাতার, ফ্লাডলাইট আছে। ওরাই দেখে, আমরা কিছু দেখতে পারি না। যে-সব এলাকা চোরাচালান প্রবণ, সেগুলোতে

অল্প কিছু ক্যামেরা আছে। ওদের (ভারতের বিএসএফ) তুলনায় কিছু নাই। ওদের ১০টা ক্যামেরা থাকলে বিজিবির আছে দুইটা," বিজিবির এক কর্মকর্তা জানান বিবিসি বাংলাকে। আরেক বিজিবি কর্মকর্তা জানান, "বিজিবির যে পোস্টগুলো আছে, সেখানে ফ্লাডলাইট আছে। এর বাইরে যেগুলো স্পর্শকাতর জায়গা, সেসব জায়গায় আছে। অন্য জায়গায় নাই।"

প্রযুক্তির ঘাটতি যে-সব চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে

এক সময়ের বিডিআর এবং বর্তমানের বিজিবি, দুটো সংস্থাতেই কর্মরত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান। তিনি ২০১৮ সালে অবসরে যান। সাবেক এই বিজিবি কর্মকর্তা তার অভিজ্ঞতা থেকে বলছিলেন, "আমি ভারতের সঙ্গে সীমান্তের উত্তর অংশের প্রায় পুরোটা হয় পায়ে হেঁটে গিয়েছি বা নৌকায় গিয়েছি বা গাড়িতে গিয়েছি।" "আমাদের সময়ে মানুষনির্ভর প্যাট্রলিং ছিল, আর সরঞ্জাম বলতে ছিল বাইনোকুলার। মুভমেন্ট ডিটেকশনের জন্য এখন অনেক আধুনিক ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি বের হয়েছে। উন্নত দেশগুলো সেগুলো তাদের বর্ডারে রাখে, তবে আমরা করতে পারিনি। অথচ এগুলো জরুরি।" কারণ, সীমান্ত সড়ক থাকলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সহজে যাওয়া যায় এবং তখন চোরাচালান, মাদকপাচার বা মানবপাচার, সবকিছু সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন করাটা এখন সময়ের দাবি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সীমান্ত সড়ক প্রসঙ্গে বিজিবি'র অবসরপ্রাপ্ত আরেক কর্মকর্তা ডেল এইচ খানও বলছিলেন যে, সীমান্তের কয়েকশো কিলোমিটার বাদে বাকি অংশজুড়েই কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে ভারত। "নিজেদের সুবিধার জন্য সেই বেড়ার পাশ দিয়ে তারা রাস্তা নির্মাণ করেছে। সেখানে বিভিন্ন ধরনের লাইটিং, ক্যামেরা বসিয়েছে। কাঁটাতারের বেড়ায় গেটও তৈরি করেছে। কিন্তু বিজিবির সম্পদ ও অবকাঠামো সীমিত, এখনো তাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে সীমান্ত পাহারা দিতে হয়।" বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একটি থেকে আরেকটি বিওপি প্রায় পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটারের দূরে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেও দুই বিওপির মাঝে সড়কসংযোগ নেই। ফলে বিজিবি সদস্যদের পায়ে হেঁটে টহল দিতে হয়। "পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময় যতটুকু সে দেখতে পাচ্ছে, ততটুকুই তার ইনফরমেশন। এখানে সমস্যা হলো, পায়ে হেঁটে টহল দেওয়ার সময় এই পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটারের সব পয়েন্টে একই সময় উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় না। অনেক সময় টহল দল একটি নির্দিষ্ট অংশ অতিক্রম করার পরই গরু পাচার বা মানুষকে সীমান্ত পেরিয়ে ঠেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটে," বলেন মি. খান।

দরকার স্মার্ট পরিকল্পনা

সীমান্তে মাদক, অস্ত্র, স্বর্ণ, মানবপাচারসহ বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে মতো ঘটনা প্রতিরোধে শুধু জনবল নয়, প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশলগত পরিকল্পনাও। মি. রহমান বলছিলেন, "এই ধরনের ঘটনা প্রতিহত করতে মুভমেন্ট ট্র্যাক করতে হবে, সেটা হোক ব্যক্তির বা বস্তুর।" "মুভমেন্ট না থাকলে আপনার বর্ডার সিকিউরড। আর মুভমেন্ট শনাক্ত করার জন্য ড্রোন, লং ডিসট্যান্স ক্যামেরা, ইনফ্রারেড ক্যামেরা, গ্রাউন্ড সার্ভেইল্যান্স রাডারসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি রয়েছে। তবে কোন প্রযুক্তি কোন জায়গায় লাগবে, তা গ্রাউন্ড রিয়েলিটি বলে দেবে।" অর্থাৎ, যেখানে দৃষ্টিসীমা খোলা ও পরিষ্কার, সেখানে এক ধরনের নজরদারি ব্যবস্থা কার্যকর হবে। যেমন, নদী। অন্যদিকে বনাঞ্চল, পাহাড় বা দৃষ্টিসীমা বাধাগ্রস্ত হয়, এমন এলাকায় ড্রোন, সেন্সর বা অন্যান্য বিশেষায়িত প্রযুক্তি ব্যবস্থা প্রয়োজন হতে পারে। একই বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি কর্মকর্তা ডেল এইচ খান বলেন, বান্দরবানের এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ের দূরত্ব দেখে কম মনে হলেও একটি থেকে আরেকটিতে যেতে চার ঘণ্টা বা তারও বেশি লেগে যায়। ফলে সব এলাকায় একই ধরনের নজরদারি ব্যবস্থা কার্যকর নয়। 'পুশ-ইনের' মতো ঘটনা প্রতিহত করতে ধারাবাহিক নজরদারি (কন্টিনিউয়াস সার্ভেইল্যান্স) প্রয়োজন এবং এটি করার জন্য বিজিবির প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নেই বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ভারত যদি তাদের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুসরণ করে কাউকে সীমান্ত দিয়ে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করে, তাহলে "পুরো প্রক্রিয়ার প্রমাণ সংরক্ষণ করাটা তো জরুরি। সেক্ষেত্রে বিজিবির কাছে তো পর্যাপ্ত ভিডিও ফুটেজ ধারনের ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং কাদের সীমান্ত দিয়ে পাঠানো হচ্ছে, তাদের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে নথিভুক্ত করার সক্ষমতা থাকা উচিত," বলেন ডেল এইচ খান। তবে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি কৌশলগতভাবেও বিজিবিকে এগোতে হবে। প্রয়োজনে জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে স্যাটেলাইট চিত্র সংগ্রহ করে ঘটনাগুলোর তথ্য-প্রমাণ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে বলে মত তার। এছাড়া, ভারতের সম্ভাব্য হোল্ডিং ক্যাম্প বা লোকজনকে জড়ো করার স্থানগুলোর সম্পর্কে আগাম তথ্য থাকলে সীমান্তমুখী চলাচল আগে থেকেই নজরদারিতে আনা সহজ হবে। তবে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় শুধু সীমান্তরক্ষী বাহিনী নয়, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, আইন ও তথ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন বলেও জানান তিনি।

সরকারের পরিকল্পনা কী?

বাংলাদেশের দিক থেকে এখন পর্যন্ত সীমান্তে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই। তবে সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ সংসদে বলেছেন, আন্তঃসীমান্ত বিভিন্ন অপরাধ দমনের লক্ষ্যে মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করা হবে। ভারতের সাথে সীমান্তের বিভিন্ন স্থানেও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণের কার্যক্রম বিবেচনাধীন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন জানান, সীমান্ত এলাকায় সব ধরনের অপরাধ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা, ক্রিস্টাল মেথ (আইস), ফেনসিডিলসহ সব ধরনের মাদক, অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রবেশ বন্ধে

'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করছে বিজিবি। সেইসাথে, গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধির মাধ্যমে সীমান্ত অপরাধীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। এছাড়া, দুর্গম ও স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকাগুলোতে নতুন বিওপি ও টিওবি নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে করে বিজিবির বিওপিসমূহের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে আনা এবং টহলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে বলেও জানান তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো :

(১) দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অতি সংবেদনশীল এলাকায় ইতোমধ্যে 'স্মার্ট বর্ডার সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম' স্থাপন করা হয়েছে।

(২) দুর্গম পার্বত্য সীমান্তে সীমান্ত সড়ক নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে, যার ফলে বিজিবির টহল দল অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যে-কোনো সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে সক্ষম হচ্ছে।

(৩) সীমান্ত এলাকায় বসবাসরতদের চোরাচালান ও অপরাধের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে এবং অপরাধীদের তথ্য দিয়ে বিজিবিকে সহায়তার জন্য নিয়মিত 'জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম' পরিচালনা করা হচ্ছে।

গত ২৬ এপ্রিল বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে দ্বিতীয় পর্যায়ের সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি- একনেক, যার মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৬৬৬ কোটি ৩৬ লাখ ৭৩ হাজার টাকা। সীমান্ত সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে এলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে বাংলাদেশ অংশে কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন প্রসঙ্গে সাবেক বিজিবি কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "কাঁটাতারের বেড়া একটা থাকলেই হয়। আর এখানে অনেক অর্থ বিনিয়োগের বিষয় আছে।" "সেইসাথে, কাঁটাতারের বেড়া দিলে সীমান্ত রেখা থেকে ১৫০ গজ ভেতরে দিতে হবে। কিন্তু ওই যে ১৫০ গজ জায়গা মাঝখানে থেকে গেল, ওটা ম্যানেজ করার জন্য নতুন সিস্টেম দাঁড় করাতে হবে। কারণ কৃষক তো সেখানে যাবেই চাষাবাদ করার জন্য। তাকে সেই অ্যাক্সেস দিতে হবে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০৬.২০২৬ নারগীস)

অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সেবাখাতে দুর্নীতি বাড়ার তথ্য টিআইবির জরিপে, আসলে কারণ কী

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সেবা খাতে দুর্নীতির পরিমাণ ১০ শতাংশের বেশি বেড়েছিল- এমন তথ্য জানানো হয়েছে দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫-এর প্রতিবেদনে। তবে ২০১৭ সাল থেকে টিআইবির একই ধরনের আগের জরিপগুলোতে সেবাখাতে দুর্নীতি ক্রমশ বেড়েছে বলেই দেখা যাচ্ছে। যদিও দুর্নীতি আর ঘুস নেওয়ার প্রবণতা বাড়ার সাথে ক্ষমতায় থাকা সরকারের চেয়ে সামগ্রিক কাঠামোকেই মূল কারণ হিসেবে দেখছেন পর্যবেক্ষকরা। তারা বলছেন, দুর্নীতি হচ্ছে মূলত মাঠ পর্যায়ে। সরকার বদলালেও কাঠামো বরাবরই একই রকম ছিল। দুর্নীতি, ঘুস কিংবা অবৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণের অপরাধে শাস্তির উদাহরণ না থাকায় তা সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় নেওয়া বেশিরভাগ সিদ্ধান্তই ছিল রাজনীতিকেন্দ্রিক। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের মুখে জোরালো আওয়াজ শোনা গেলেও তা কমাতে বাস্তবিক কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়নি। এমনকি কমিশন গঠন ছাড়া মাঠ পর্যায়ে যেহেতু দুর্নীতি দমনে বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, ফলে স্বাভাবিকভাবেই "যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে, সেই পরিস্থিতিরই অব্যাহত ধারা" দেখা গেছে। তাছাড়া নির্বাচিত সরকার না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে চলা দুর্নীতি দমানো কিংবা কমানোর 'ক্যাপাসিটি' না থাকায় আগের সরকারের তুলনায় অন্তর্বর্তী সরকারের সময় এ ধরনের প্রবণতা বেড়েছে বলেও মনে করছেন কেউ কেউ। এদিকে, সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল টিআইবির দেওয়া তথ্যকে তৃণমূল পর্যায়ের দুর্নীতি উল্লেখ করে বলছেন, "সেখানে দুর্নীতির যতটুকু বৃদ্ধি হয়েছে, প্রতি বছরের মুদ্রাস্ফীতির তুলনায় তা বেশি নয়।"

প্রতিবেদনে কী আছে?

সেবা খাতে দুর্নীতির মাত্রা জানতে ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১৫ হাজার ৭১৫টি খানার ওপর জরিপ চালায় টিআইবি। জরিপের ফলাফলে বলা হয়েছে, গ্রাম ও শহরাঞ্চল মিলিয়ে দেশের ৮১ দশমিক ৬ শতাংশ খানা কমপক্ষে একটি সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল ৭০.৯ শতাংশ। একইভাবে ২০২৫ সালে ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ খানা কমপক্ষে একটি সেবা খাতে ঘুসের শিকার হয়েছে; ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫০ দশমিক ৮ শতাংশ। টিআইবি জানায়, দুই বছরের ব্যবধানে দুর্নীতি আর ঘুস দুই ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীর সংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে ১০ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ১২ দশমিক ৮ শতাংশ। তাদের আগের জরিপগুলোতেও দুর্নীতির হার ক্রমান্বয়ে বাড়তে দেখা গেছে। যেমন- ২০১৭ সালে সব মিলিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছিল সাড়ে ৬৬ শতাংশ মানুষ। পাঁচ বছর পর ২০২১ সালের জরিপে এই সংখ্যা বেড়ে ৭০ দশমিক আট শতাংশে দাঁড়ায় বলেও জানানো হয়। তবে ঘুসের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি ছিল কিছুটা আলাদা, বলছে টিআইবি। ২০১৭ সালে তাদের জরিপ প্রতিবেদনে যে সংখ্যা ছিল ৪৯ দশমিক আট শতাংশ, পাঁচ বছরের ব্যবধানে তা কমে ৪০ দশমিক এক শতাংশে দাঁড়ায়। এই একটি বাদে বাকি সব উপাত্তেই পর্যায়ক্রমে দুর্নীতি ও ঘুসের পরিমাণ বাড়তে থাকার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ব্যবস্থা না নেওয়ায় সময়ের সাথে সাথে নিয়মিতভাবে দুর্নীতি বাড়ার এই প্রবণতা একটি কাঠামো হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে যেই সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, দৃশ্যপট থাকছে অভিন্ন। বেসরকারি সংস্থা সিপিডির গবেষণা পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমের মতে, খাতভিত্তিক দুর্নীতির বেশিরভাগই হয় মাঠ পর্যায়ে। আর এই জায়গাগুলোতে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরও কোনো পরিবর্তন আসেনি, কারণ অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল 'পলিটিক্যাল ট্রানজিশন' বা রাজনৈতিক রূপান্তর। "যতটুকু পরিবর্তন আমরা দেখেছি, সেটা একেবারে ম্যাক্রো লেভেলে পলিটিক্যাল লিডারশিপ পর্যায়ে (রাজনৈতিক নেতৃত্বের তৃণমূল পর্যায়ে)। কাঠামোগতভাবেও অন্তর্বর্তী সরকারের অল্প সময়ে এই পরিবর্তনগুলো (দুর্নীতিবিষয়ক) সম্ভব নয়।" "দুর্নীতি এখানে সবার জন্যই কমন ফেনোমেনা বা একই পরিস্থিতি। এটার সাথে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, অন্তর্বর্তী বলে কিছু নাই। রাজনৈতিক কোনো চরিত্র নাই দুর্নীতির। সো সেটির ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়েনি," বলছিলেন তিনি। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ভবিষ্যতে পরিবর্তন আনার জন্য কিছু ক্ষেত্রে কমিশন গঠন করা হলেও মাঠপর্যায়ে গিয়ে প্রেক্ষাপট বদলানো কিংবা তার মাধ্যমে সংস্কার বা দুর্নীতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার তাদের 'প্রায়োরিটি' না থাকায় পরিস্থিতির অব্যাহত ধারা দেখা গেছে বলে মন্তব্য করেন মি. মোয়াজ্জেম। একইসাথে নির্বাচিত সরকার না হওয়ায় রাজনৈতিকভাবে বিষয়গুলো সামলানোর যে প্রবণতা অন্য সরকারগুলোর কাছে থাকে, সেটাও অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে না থাকায় "আগের সরকারের তুলনায় অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দুর্নীতি বেড়েছে" বলে মনে করেন এই পর্যবেক্ষক। অন্যদিকে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জমান বলছেন, জরিপে আনা মন্তব্যগুলোতে দেখা গেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় করা সরকারি কর্মকর্তাদের কিংবা অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সম্পদ প্রকাশের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয়নি। "একদিকে এই অঙ্গীকারের প্রতি অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা; অন্যদিক থেকে যারা এটা করে, তারা এটাকে স্বাভাবিক হিসেবে নিয়ে নিয়েছে। এই দৃষ্টান্তগুলো নেই, সে কারণে এই অবস্থা বেড়েছে," বলছিলেন তিনি।

'কিছু পরিসংখ্যান দেখে ব্যর্থতা খোঁজা অজ্ঞতার পরিচায়ক'

'বিচ্ছিন্নভাবে' কিছু পরিসংখ্যান দেখে ব্যর্থতা খোঁজাকে 'অজ্ঞতার পরিচায়ক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। তার দাবি, টিআইবি যে তথ্য দিয়েছে, তা তৃণমূল পর্যায়ের দুর্নীতির। সেখানে দুর্নীতির যতটুকু বৃদ্ধি হয়েছে, প্রতিবছরের মুদ্রাস্ফীতির তুলনায় তা বেশি নয়। "অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বরং বড়ো বড়ো ক্ষেত্রে, যেমন ব্যাংকিং ও করপোরেট খাতে, নতুন করে দুর্নীতির ঘটনা ঘটেনি। এর প্রতিফলন আমরা রিজার্ভ ও রেমিট্যান্সের ব্যাপক বৃদ্ধি এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরে আসার মধ্যে দেখতে পাই। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু পরিসংখ্যান দেখে আমাদের ব্যর্থতা খোঁজা তাই অজ্ঞতার পরিচায়ক," অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় দুর্নীতি বাড়ার প্রসঙ্গে বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। "তবে এটিও ঠিক যে, আমরা সব ক্ষেত্রে বা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় দুর্নীতি কমাতে পারিনি। আমরা দুর্নীতি রোধে প্রকিউরমেন্ট আইন, ব্যাংকিং সংক্রান্ত আইন, দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি আইনসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সংস্কার করেছি; বিএমইটিসহ বহু প্রতিষ্ঠানে ডিজিটালাইজেশন করেছি; বিদ্যুৎক্ষেত্রে দায়মুক্তি আইন বাতিল করেছি, ডিজিটাল বেইল বন্ড ও অনলাইন সত্যায়নসহ কিছু ব্যবস্থা চালু করেছি," বলেন আসিফ নজরুল। তিনি দাবি করেন, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ আমলে দুর্নীতি এত বিস্তৃত ও গভীরভাবে সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে যে, এসব ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় এবং এসবের সুফলও এত দ্রুত পাওয়া সম্ভব নয়।

পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগের?

বাংলাদেশের ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ দুর্নীতির শিকার হওয়ার তথ্য খুবই উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। তারা বলছেন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না বলেই তা বিকশিত হচ্ছে আর বর্তমানে তা স্বাভাবিক বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। জরিপে অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত খাতের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে পাসপোর্ট, বিআরটিএ, বিচারসংশ্লিষ্ট সেবা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও ভূমি খাত। জরিপে ঘুসের শিকার ব্যক্তিদের ৮৬ শতাংশের বেশি মানুষ বলেছেন, ঘুস না দিলে তারা সেবা পান না। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুরো ব্যবস্থাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার সুপারিশ করেছে জরিপে অংশগ্রহণকারীরা। "যাদের ওপর দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব, তারা নিজেরাই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এটাতো একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে," বলছিলেন ড. ইফতেখারুজ্জমান। অন্যদিকে দুর্নীতির যে পর্যায়ে বাংলাদেশ পৌঁছেছে, সেখানে কোনো কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে কেবল উদ্বেগের কথা জানানোর আর কোনো অবকাশ নেই বলে মনে করছেন ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। "প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা দুর্নীতির এতকিছু জেনেও যে উদ্যোগ নিচ্ছি না, সে জায়গাটা উদ্বেগের এবং সরকারগুলো সব জেনেও যে চোখ বুঁজে থাকছেন সেটা উদ্বেগের," বলছিলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০৬.২০২৬ নারগীস)

ঢাকায় কখন, কীভাবে শুরু হয়েছিল তাজিয়া মিছিল?

কালো পোশাক পরে, নিজের বুকে হাত দিয়ে চাপড়িয়ে 'ইয়া হোসেন, ইয়া হোসেন' শোকের মাতম তুলে পুরান ঢাকার হোসেনি দালান ইমামবারা থেকে বের হয় বাংলাদেশে মহররমের সবচেয়ে বড়ো ঐতিহ্যবাহী তাজিয়া মিছিল। তবে শুধু এই ইমামবারাই নয়, বরং বাংলাদেশে শিয়া অধ্যুষিত আরো বেশ কিছু ইমামবারা যেমন মোহাম্মদপুর, মিরপুরের বিভিন্ন

স্থান থেকে এই মিছিল বের হওয়ার রীতি বেশ পুরোনো। আরবি বর্ষপঞ্জি বা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, এখন চলছে মহররম মাস। এই মাসেরই ১০ তারিখকে আশুরা হিসেবে করা হয়। আশুরা উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটিও থাকে বাংলাদেশে। ইসলামের ইতিহাস অনুযায়ী, হিজরি ৬১ সনের মহররম মাসের এই দিনেই ইসলামের নবী মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসাইন ও তার পরিবারের সদস্যরা যুদ্ধ করতে গিয়ে কারবালার ময়দানে ইয়াজিদের সৈন্যদের হাতে নিহত হন। তবে এই দিনটি ইসলামে নবী-রাসুলদের জীবনে আরো বিভিন্ন কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের নবী মোহাম্মদের সময়ের আগেও এই মাসের দশম দিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। ওইদিন আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিল; আবার ফেরাউনের হাত থেকে মুসা নবীর অনুসারীদের মুক্তি পাওয়ার দিনও বলা হয় এটিকে। বিশ্বজুড়ে দিনটি ভিন্ন ভিন্নভাবে পালন করেন সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। সুন্নিরা প্রধানত নফল রোজা পালন করেন। তবে শোক পালনকেই বড়ো করে দেখেন শিয়ারা। কারবালার ঘটনার স্মরণে শোক প্রকাশের অন্যান্য রীতির পাশাপাশি তাজিয়া মিছিল করেন বাংলাদেশের শিয়া মুসলিমরা। ইরান-ইরাকসহ শিয়া প্রধান ও মুসলিম বিভিন্ন দেশেও এ ধরনের মিছিল দেখা যায়। ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, এবার রাজধানীর লালবাগ, ওয়ারী, রমনা, তেজগাঁও, মতিঝিল ও মিরপুর অঞ্চলের ইমামবারা থেকে মোট ৬৩টি তাজিয়া মিছিল বের হবে। এসব মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছে পুলিশ। কিন্তু এই তাজিয়া শব্দের অর্থ কী, কখন এবং কীভাবে বাংলাদেশের ঢাকায় এই তাজিয়া মিছিলের সূচনা হয়, সেটি নিয়েও মানুষের মনে রয়েছে বেশ কৌতূহল।

তাজিয়া অর্থ কী?

আরবি ভাষা থেকে এসেছে 'তাজিয়া' শব্দটি। যার অর্থ শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করা। উর্দু ও ফারসি ভাষায়ও শব্দটি প্রচলিত। আমেরিকান শিক্ষাবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক ও লেখক জন নরম্যান হলিস্টারের "দ্য শিয়া অব ইন্ডিয়া" বইয়ে বলা হয়েছে, মহররমের অনুষঙ্গগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো তাজিয়া। "শব্দটি শোক বা সান্ত্বনা বোঝায়। মূল অর্থে শব্দটি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সেই কারণে এটি হোসাইনের শোকগাঁথা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য," বলা হয়েছে মি. হলিস্টারের এই বইটিতে। কারবালার ময়দানের ঘটনায় শিয়াদের কাছে মহররমের প্রথম দশদিন শোকের উল্লেখযোগ্য দিন হয়ে ওঠে বলে লিখেছেন মার্কিন লেখক জন নরম্যান হলিস্টার। এদিকে, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলা পিডিয়াতে তাজিয়া বিষয়ে বলা হয়েছে, কারবালার যুদ্ধে নিহত ইমাম হোসাইনের সমাধির প্রতিকৃতি হলো তাজিয়া। সাধারণ অর্থে শোক বা সমবেদনা প্রকাশ করা বোঝালেও বিশেষ অর্থে শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে শোকের আবেগ সৃষ্টি করে যে অনুষ্ঠান, সেটিকে তাজিয়া বলা হয়। অর্থাৎ, ইমাম হোসাইনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পালিত হয় তাজিয়া। দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম (১০ম খণ্ড), দ্য শিয়া অব ইন্ডিয়া এবং বাংলাপিডিয়া এই তিনটি উৎস থেকে মোটামুটিভাবে তাজিয়া মিছিল সম্পর্কে জানা গেছে। মহররম মাসের প্রথম দশদিন জুড়েই কারবালার ঘটনা উপলক্ষ্যে শোক পালন করে শিয়া সম্প্রদায়। আর আশুরা বা দশম দিনে ইমাম হোসাইনের সমাধির প্রতিকৃতি বা তাজিয়া নিয়ে মিছিল করার কারণেই এর নাম হয়েছে তাজিয়া মিছিল।

তাজিয়া মিছিলের বৈশিষ্ট্য কী?

বাংলা পিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, সাধারণত তাজিয়া মিছিলে ইমাম হোসাইনের বহন করা সমাধির প্রতিকৃতি বা তাজিয়া কাঠ, কাগজ, সোনা, রূপা, মারবেল পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়। তবে, ঢাকার হোসেনি দালানের তাজিয়াটি কাঠ ও রূপার আবরণ দিয়ে তৈরি, যেটি নবাব সলিমুল্লাহ দান করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাপিডিয়ায়। এই তাজিয়া মিছিলের লক্ষণীয় দিক হলো, মাতম করা, বুক চাপড়ানো ও জিঞ্জির দিয়ে পিঠের ওপর আঘাত করে রক্তাক্ত করা। তাজিয়া মিছিলের আরেকটি লক্ষণীয় দিক হলো, মিছিলের একেবারে অগ্রভাগে থাকে 'আলম' বহনকারী বাহিনী। তাদের পেছনে থাকে বাদ্যকর। জন নরম্যান হলিস্টারের দ্য শিয়া অব ইন্ডিয়া বইটিতে বলা হয়েছে, এই 'আলম' হচ্ছে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের অনেকের হাতে দেখা যায়, বিশাল দণ্ড, যেটির মাথায় ক্রেস্ট বা চূড়া, ব্যানার কিংবা পতাকা বসানো থাকে। পাঁচ আঙুলের একটি খোলা হাতের আকৃতি, যেটি পাঞ্জতন অর্থাৎ ইসলামের নবীর পরিবারের পাঁচজন সদস্যকে নির্দেশ করে। এই দণ্ডের নামই 'আলম'। তাদের পেছনে কয়েকজন লোক লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে এবং তরবারি চালাতে চালাতে অগ্রসর হয়। 'দ্য শিয়া অব ইন্ডিয়া' বইটিতে বলা হয়েছে, তাজিয়া মিছিলের এই দিকটি ১৯২৭ সালের অনেক আগে, দিল্লির শাসক নিজাম তার রাজ্যে "মহররমের শোক পালনের সময় চেইন এবং কাঁটাযুক্ত তক্তা দিয়ে বুক ও পিঠে আঘাত করার" প্রথা নিষিদ্ধ করে একটি ফরমান জারি করেছিলেন।

উল্লেখ্য, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে এই বছর তাজিয়া মিছিলে ছুরি, চাকু, লাঠি, তরবারি, বর্শা বহন করা যাবে না বলে বুধবার জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদ। বাংলাদেশের তাজিয়া মিছিলের লক্ষণীয় দিকের মধ্যে আরো রয়েছে, তরবারি দলের পেছনে এ সময় দুইটি শিবিকাসহ (দুইটি পালকি, বর বা বধু বহন করার যান) অশ্বারোহী সৈন্যের সাজে কয়েকজন লোক শোক প্রকাশ করতে করতে অগ্রসর হয়। মিছিলের পেছনে সুসজ্জিত ঘোড়াটির নাম 'দুলদুল', যেটি টেনে নিয়ে আসা হয় মিছিলে, সেটির পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শোক প্রকাশ করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে জন নরম্যান হলিস্টারের বইয়ে। তার পেছনে একদল গায়ক শোকগান গাইতে থাকে

এবং পরে থাকে ইমাম হোসাইনের সমাধির প্রতিকৃতি। এভাবে মিছিলটি নিয়ে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন সামনে এগিয়ে চলে এবং একটি পূর্ব নির্ধারিত স্থানে গিয়ে শেষ হয় তাজিয়া মিছিল, বলছে বাংলাপিডিয়া।

ঢাকায় কার আমলে, কখন থেকে তাজিয়া মিছিলের প্রচলন?

বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলা পিডিয়ায় বলা হয়েছে, শিয়া মতবাদের উদ্ভব ইরাকে ও ইরানে হলেও সেখানে শোক মিছিলে এমন তাজিয়া বহন করা হয় না। তবে, ইসলামিক স্কলার অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ বলছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে শিয়া মুসলিমরা রয়েছেন, সেখানেই ইমাম হোসাইনের স্মরণে ঐতিহ্য হিসেবে তারা শোক মিছিল বা তাজিয়া মিছিল বের করেন। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "এটা শিয়াদের একটা ঐতিহ্য। শিয়া যারাই যেখানে আছেন ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, ভারত যেখানেই আছেন, সেখানেই ইমাম হোসাইনের স্মরণে, আহলে বাইতের শাহাদাতের স্মরণে তারা শোক মিছিল বা তাজিয়া মিছিল বের করেন।" ইসলামে এটি প্রচলিত বা অনুমোদন নেই উল্লেখ করে অধ্যাপক রশিদ বলেন, শিয়া মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, শোক মিছিলে যত বেশি শোক প্রস্ফুটিত করতে পারবেন, ইমাম হোসাইনের প্রতি তত বেশি ভালোবাসা বোঝাতে পারবেন। "এই মিছিল থেকে যারা পিপাসার্ত তাদের পানি খাওয়ানো হয় এইজন্য যে, কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইন পানি পান করতে পারেননি এবং তার ছোট্ট শিশু পানি না পেয়ে তীরবিদ্ধ হয়েছে," বলেন অধ্যাপক রশীদ। এই ইসলামিক স্কলার জানান, মুঘল আমলে শাহ সুজা বাংলার সুবেদার থাকার সময়ে শিয়াদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। একই কথা বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলা পিডিয়াতেও। "মুঘল আমলে বিশেষত শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৫৯) বাংলার সুবেদার থাকাকালে শিয়াদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত তখনই এখানে তাজিয়া মিছিলের প্রচলন হয়" বলে বাংলা পিডিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, বাদশা আকবরের আমলে আগ্রা দুর্গ থেকে তাজিয়া বের হতো, যা মুঘল তাজিয়া নামে পরিচিত। শাহ সুজার সময়ে সৈয়দ মীর মুরাদ ১০৫২ হিজরি সনে (১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ) ঢাকার ঐতিহাসিক হোসেনি দালান নির্মাণ করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলা পিডিয়ায়। এতে বলা হয়েছে, ঢাকার নায়েব-নাজিমদের অধিকাংশ ছিলেন শিয়া। দেশের বিভিন্ন স্থানে তারা ইমামবারা নির্মাণ করেন। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, অষ্টগ্রাম, সৈয়দপুর, সিলেট ইত্যাদি স্থানে ইমামবারা আছে বলে বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আমেরিকান লেখক জন নরম্যান হলিস্টারের "দ্য শিয়া অব ইন্ডিয়া" বইটিতে বলা হয়েছে, মহররম মাসের দশদিনে শিয়াদের এই স্মারক অনুষ্ঠানের কোনো অংশই মসজিদে হয় না। মসজিদ নামাজের জন্য আলাদা রাখা হয়েছে। অনেক জায়গায় কেবল ইমাম হোসাইনদের স্মরণে মজলিশ করার উদ্দেশ্যেই ইমামবারা নির্মাণ করা হয়েছে। ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের 'ঢাকা স্মৃতি-বিস্মৃতির নগরী-১' বইটিতে বাংলাদেশের ইমামবারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকার হোসেনি দালান ইমামবারা থেকে বের হয় তাজিয়া মিছিল। মুনতাসীর মামুনের এই বইটিতে বলা হয়েছে, "মহররম উৎসবের কেন্দ্র, শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামবারি হলো হুসেনি দালান বা হোসেনি দালান।" তবে এখানে কবে থেকে মহররম পালিত হচ্ছে, সেটি জানা যায়নি বলে উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক মামুন। প্রখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক আহমদ হাসান দানীর কথা উল্লেখ করে মুনতাসীর মামুন তার বইতে লিখেছেন, জনশ্রুতি অনুযায়ী, ঢাকায় বেশ কিছু পুরোনো ইমামবারার সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি লিখেছেন, "তা থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়, প্রাচীনকাল থেকেই ঢাকায় বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে উৎসবটি (মহররম) পালিত হতো।" যদিও ইতিহাসবিদ দানীর মতে, ঢাকার সবচেয়ে পুরোনো হোসেনি দালান ছিল ফরাশগঞ্জের বিবি কা রওজা। স্মৃতি-বিস্মৃতির নগরে বইটিতে বলা হয়েছে, জনৈক আমীর খান ১৬০০ সালে এটি নির্মাণ করেছিলেন, অর্থাৎ সুবাদার ইসলাম খাঁর ঢাকায় আসার আগেই বিবি কা রওজা ইমামবারা নির্মিত হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রশীদ বলছেন, ইতিহাসের মতান্তরে সেই হিসেবে বাংলা বা বাংলাদেশে মীর সুজার আরো আগে মহররমের উৎসব বা তাজিয়া মিছিল পালিত হতো বলে ধারণা করা যায়। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের বইতে উল্লেখ করা হয়েছে, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছেও ছিল একটি হোসেনি দালান। "১৮৬৯ সালের ঢাকার মানচিত্রে একে পুরোনো হুসেনি দালান বলে উল্লেখ করা হয়েছে," লিখেছেন অধ্যাপক মামুন। পুরান ঢাকার এই হোসেনি দালানটি ১৯ শতকেই শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বলে লিখেছেন তিনি। বাংলাপিডিয়াতে ১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মীর মুরাদের তৈরি করা হোসেনি দালানের কথাও উল্লেখ করেছেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। তিনি তার বইতে লিখেছেন, ১৮৩২ সালে জেমস টেলর লিখেছিলেন, ঢাকায় মুসলমানদের উপাসনার প্রধান দুটি স্থান ঈদগাহ (ধানমন্ডি) ও হোসেনি দালান (বর্তমানের)। "কথিত আছে, শেষোক্তটি নির্মাণ করেছিলেন মীর মুরাদ, যিনি সুলতান মোহাম্মদ আজমের সময় ছিলেন নওয়ারা মহলের দারোগা ও অট্টালিকাসমূহের তত্ত্বাবধায়ক। মীর মুরাদ মহরমের সময় দুঃখীদের এখানে অন্নদান করাতেন," লিখেছেন অধ্যাপক মামুন। সেই সময় থেকেই মহররমের উৎসব বা তাজিয়া মিছিলের মাধ্যমে শোক পালন করা হতো বলেও উল্লেখ করা হয়েছি বইটিতে। "টেলর আরো লিখেছেন, কোম্পানি সরকার, ঢাকার নায়েব নাজিমদের বছরে আড়াই হাজার টাকা দিতেন মহরমের সময় হুসেনি দালানে উৎসব পালনের জন্য," স্মৃতি-বিস্মৃতির বইতে লিখেছেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

ঢাকা-বেইজিং ১৫ দফা যৌথ ঘোষণা : তিস্তা প্রকল্পে সহায়তা দেবে চীন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চীনের ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ঝাও লেজি-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ১৫ দফা যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে তিস্তা নদীর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্পে (টিআরসিএমআরপি) সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বেইজিং। একইসঙ্গে দুই দেশ বিদ্যমান সম্পর্ককে আরও উন্নীত করে 'নতুন যুগে অভিন্ন ভবিষ্যতের চীন-বাংলাদেশ সম্প্রদায়' গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ (শুক্রবার) বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বৈঠকের পর যৌথ ঘোষণাটি প্রকাশ করা হয়। ঘোষণায় বলা হয়েছে, চীন বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ আবারও 'এক চীন নীতির' প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং তাইওয়ানের স্বাধীনতার যে-কোনো প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছে। দুই দেশ বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)-এর আওতায় উচ্চমানের সহযোগিতা জোরদার, শিল্পায়ন, কৃষির আধুনিকায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থসামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। মোংলাবন্দর আধুনিকায়ন, চট্টগ্রামে চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্পাঞ্চল উন্নয়ন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ই-কমার্স এবং সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যৌথ ঘোষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি। এ লক্ষ্যে চীন তার সক্ষমতা অনুযায়ী তিস্তা নদীর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্পে সহায়তা করবে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা দ্রুত সম্পন্ন করতে দুই দেশের বিশেষজ্ঞরা যৌথভাবে কাজ করবেন। এছাড়া বন্যা প্রতিরোধ, নদী খনন, জলবিদ্যাগত পূর্বাভাস এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সহযোগিতা জোরদারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। দুই দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সবুজ জ্বালানি, সৌর প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম এবং মানবসম্পদ উন্নয়নেও সহযোগিতা সম্প্রসারণে সম্মত হয়েছে। একইসঙ্গে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকটের প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সংকট সমাধানে চীনের গঠনমূলক ভূমিকার প্রশংসা করেছে। চীনও রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও মানবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে শুক্রবার সন্ধ্যায় বেইজিং থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টার দিকে তার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের শোডাউন না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানিয়েছেন, বিমানবন্দরে কেবল সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রী এবং সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন। এর আগে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মালয়েশিয়া ও চীন সফরে অংশ নেন। চীন সফরকালে তিনি প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, প্রধানমন্ত্রী লি ছিয়াং এবং জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ঝাও লেজির সঙ্গে বৈঠক করেন। সফরে উন্নয়ন সহযোগিতা, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক সহযোগিতা দলিলও স্বাক্ষরিত হয়। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২৬.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশে বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরোধিতায় চীনের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, বিশ্ব পরিস্থিতি যেভাবেই পরিবর্তিত হোক না কেন, চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি বেইজিংয়ের অঙ্গীকার অটুট থাকবে। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যানের পক্ষে চীনের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। আজ (শুক্রবার) বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এসব কথা বলেন শি জিনপিং। বৈঠকে দুই দেশ নতুন যুগের অভিন্ন ভবিষ্যৎসম্পন্ন বাংলাদেশ-চীন সম্প্রদায় গঠনের ঘোষণা দেয় এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়। চীনের প্রেসিডেন্ট বলেন, চীন সবসময় বাংলাদেশকে বিশ্বস্ত বন্ধু, ভালো প্রতিবেশী এবং নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে দেখেছে। তিনি দুই দেশের মধ্যে শাসনব্যবস্থার অভিজ্ঞতা বিনিময়, কৌশলগত সংলাপ জোরদার এবং রাজনৈতিক আস্থা আরও গভীর করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শি জিনপিং জানান, বাংলাদেশে নতুন সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমে চীন সমর্থন অব্যাহত রাখবে। পাশাপাশি উচ্চমানের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) বাস্তবায়ন, সবুজ উন্নয়ন, ডিজিটাল অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি খাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণে বেইজিং আগ্রহী।

বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার হয়ে করিডোরের প্রস্তাব চীনের

বৈঠকে আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও চীনকে যুক্ত করে একটি অর্থনৈতিক করিডোর গঠনের প্রস্তাবও উঠে আসে। বৈঠক-পরবর্তী ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহাদী আমিন জানান, প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক করিডোরের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিসর বৃদ্ধি, বাণিজ্য ও লেনদেন সম্প্রসারণ এবং মাল্টি-মোডাল পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার হয়ে চীনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে নতুন মাত্রা দিতে পারে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, চীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান

দখল করে আছে। তিনি প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের নেতৃত্বে চীনের উন্নয়নকে বাংলাদেশের জন্য অনুসরণযোগ্য মডেল হিসেবে উল্লেখ করেন। তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে 'এক চীন' নীতি অনুসরণ করে এবং তাইওয়ানকে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তিনি তাইওয়ানের স্বাধীনতার যে-কোনো প্রচেষ্টার বিরোধিতা এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৭৫৮ নম্বর প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে অর্থনীতি, বাণিজ্য, কৃষি, প্রযুক্তি, সবুজ জ্বালানি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন ইস্যুতে সমন্বয় জোরদার এবং গ্লোবাল সাউথের স্বার্থ রক্ষায় একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বাংলাদেশ ও চীন। বৈঠকে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইও উপস্থিত ছিলেন।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২৬.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

হরমুজ প্রণালি ট্রানজিট ফি প্রত্যাখ্যান যুক্তরাষ্ট্র ও উপসাগরীয় দেশগুলোর : রুবিও

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও উপসাগরীয় মিত্রদের সমর্থন জোরদার করতে মধ্যপ্রাচ্য সফর করেছেন। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, হরমুজ প্রণালিতে টোল আদায় সংক্রান্ত ইরানি পরিকল্পনার বিরোধী তারা সবাই এবং তিনি সতর্ক করে দেন যে, যুক্তরাষ্ট্র এটি 'সহ্য করবে না'। বাহরাইনে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের পর রুবিও এই মন্তব্য করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ছয়টি উপসাগরীয় দেশ একটি যৌথ বিবৃতি জারি করে প্রণালিটি ব্যবহারের জন্য সব ধরনের অর্থ প্রদান এবং জলপথটির নিয়ন্ত্রণ দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে। রুবিও বলেন, "আমার কাছে ফি এবং টোল একই জিনিস। ঠিক আছে, আপনি কাউকে সেখানে যাওয়ার জন্য যদি অর্থ প্রদান করেন, আপনি এটিকে ফি, টোল বা অনুদান যা-ই বলুন না কেন, এটি একটি টোল। আমরা এভাবেই একে সংজ্ঞায়িত করব। এটি একটি আন্তর্জাতিক জলপথ। পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই, যেটি এই প্রণালি দিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করাকে সমর্থন করে।"
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশে ২১ হাজার ৯৮৮ জন নদী দখলকারী চিহ্নিত

বাংলাদেশে মোট ১ হাজার ৪১৫টি নদী রয়েছে এবং সারা দেশে ২১ হাজার ৯৮৮ জন অবৈধ নদী দখলকারী চিহ্নিত হয়েছে বলে সংসদে জানিয়েছেন নৌপরিবহণমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। বৃহস্পতিবার সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে ময়মনসিংহ-৬ আসনের জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য কামরুল হাসানের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসন এবং নদী কর্মীদের সহায়তায় প্রণীত তালিকা অনুযায়ী দেশে এক হাজার ৪১৫টি নদী রয়েছে। শেখ রবিউল আলম বলেন, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সক্ষমতা বাড়াতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ সংশোধনের কাজ চলছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে নদী দখল ও দূষণকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা, পৃথক নদী আদালত গঠন, দখলসংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত, দূষণের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও আদায় এবং সংশ্লিষ্ট মামলার তদারকির বিধান রাখা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের বিএনপির সংসদ সদস্য মো. আব্দুল্লাহর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের হালনাগাদ তালিকা অনুযায়ী ২০২৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ২১ হাজার ৯৮৮ জন অবৈধ নদী দখলকারী চিহ্নিত হয়েছে। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসকদের তালিকা যাচাই করে উচ্ছেদ পরিকল্পনা জমা দিতে বলা হয়েছে। পরিকল্পনা পাওয়ার পর পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে ২০২৫ সালে ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকার ঘুস লেনদেন : টিআইবি

বাংলাদেশে ২০২৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে মোট ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি ২০ লাখ টাকার ঘুস লেনদেন হয়েছিল বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি আরো জানায়, ঘুসের এই পরিমাণ ২০২৩ সালের তুলনায় ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি। ঘুসের এই অর্থ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত জাতীয় বাজেটের ১ দশমিক ৫৮ শতাংশ ও জিডিপির শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ। বৃহস্পতিবার ধানমন্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে 'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫' শীর্ষক এক জরিপের ফলাফলে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। দেশের আটটি বিভাগের গ্রাম ও শহর এলাকার ১৫ হাজার ৭১৫টি পরিবারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুই ধাপের স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনা পদ্ধতিতে এ জরিপ করেছে টিআইবি। জরিপে দেখা গেছে, ১৩টি পরিবারের ঘুস বাবদ ব্যয় তাদের বার্ষিক আয়ের চেয়েও বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ব্যয় বার্ষিক আয়ের পাঁচ থেকে ছয় গুণ পর্যন্ত পৌঁছেছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রনি)

শি জিনপিং-এর সঙ্গে তারেক রহমানের বৈঠক

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাতে তারা শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেন। চীনের স্থানীয় সময় শুক্রবার সকাল ১০টায় রাজধানী বেইজিংয়ের 'গ্রেট হল অব দ্য পিপল'-এ বৈঠকটি শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন আগেই

জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের শেষ দিন শুক্রবার সকালে দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ঐতিহাসিক গ্রেট হলে সাক্ষাৎ করবেন। বৈঠকে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবেন। এর আগে, সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে চীনের ঐতিহাসিক তিয়েনআনমেন স্কয়ারে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে দেশটির বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে চীনের বিপ্লবী বীরদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে ২০২৫ সালে ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকার ঘুস লেনদেন

বাংলাদেশে ২০২৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে মোট ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি ২০ লাখ টাকার ঘুস লেনদেন হয়েছিল বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি আরো জানায়, ঘুসের এই পরিমাণ ২০২৩ সালের তুলনায় ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি। ঘুসের এই অর্থ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত জাতীয় বাজেটের ১ দশমিক ৫৮ শতাংশ ও জিডিপির শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ। বৃহস্পতিবার ধানমন্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে 'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫' শীর্ষক এক জরিপের ফলাফলে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। দেশের আটটি বিভাগের গ্রাম ও শহর এলাকার ১৫ হাজার ৭১৫টি পরিবারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুই ধাপের স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনা পদ্ধতিতে এ জরিপ করেছে টিআইবি। জরিপ অনুযায়ী, একটি খাতে ৮১ দশমিক ৬ শতাংশ পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়েছে ও ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ পরিবার ঘুস দিতে বাধ্য হয়েছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে দুর্নীতির শিকার পরিবারের হার বেড়েছে ১৫ দশমিক ১ শতাংশ ও ঘুসের শিকার পরিবারের হার বেড়েছে ২৫ দশমিক ২ শতাংশ। জরিপের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, খানাপ্রতি গড় ঘুসের পরিমাণ ২০২৩ সালের ৫ হাজার ৬৮০ টাকা থেকে ২০২৫ সালে কমে ৫ হাজার ১২৪ টাকায় নেমে এসেছে। তবে স্বাস্থ্যসেবায় টিকিট সংগ্রহ ও কৃষি খাতে সার পাওয়ার মতো সেবায় ঘুস বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের হার দ্বিগুণ থেকে প্রায় পাঁচ গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। অর্থাৎ, এসব খাতে তুলনামূলক কম অঙ্কের হলেও ঘুস লেনদেনের ঘটনা অনেক বেশি ঘটছে। অন্যদিকে, শিক্ষা খাতে দুর্নীতি বেড়েছে মূলত নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির কারণে। এ হার প্রায় ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশে পৌঁছেছে। জরিপের প্রতিবেদনে বলা হয়, একটি পরিবার বছরে গড়ে তাদের মোট আয়ের ১ দশমিক ৭ শতাংশ ঘুস দিতে ব্যয় করেছে। তবে সবচেয়ে দুর্নীতিপ্রবণ পাঁচটি খাতে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে এই হার ৫ দশমিক ১ শতাংশ, যেখানে দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকা পরিবারগুলোর জন্য তা ৩ দশমিক ২ শতাংশ। জরিপে আরো দেখা গেছে, ১৩টি পরিবারের ঘুস বাবদ ব্যয় তাদের বার্ষিক আয়ের চেয়েও বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ব্যয় বার্ষিক আয়ের পাঁচ থেকে ছয় গুণ পর্যন্ত পৌঁছেছে। সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়িত্ব দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা। জরিপে আমরা দেখেছি, সিংহভাগ উত্তরদাতা বলেছেন, দুর্নীতির প্রতিকার হয় না, বরং ব্যাপকতা বাড়ছে। প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি, সেটিকে স্বাধীন ও কার্যকর করতে হবে।" "জরিপের উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ সংস্থাটি সম্পর্কে জানলেও, দুদকে অভিযোগ করেছেন মাত্র শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ। অর্থাৎ, দুদকের ওপর জনগণের আস্থার ঘাটতি রয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতবহ। প্রতিষ্ঠানটির দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হবে, এর ওপর মানুষের আস্থা বাড়াতে হবে," বলেন তিনি। তিনি আরো বলেন, "বর্তমানে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে প্রতিষ্ঠানটি কার্যত স্থবির, থেকেও নেই, দীর্ঘ প্রায় চার মাস ধরে কমিশনারদের পদশূন্য। এ অবস্থার দায় সরকারের নেওয়া উচিত এবং অবিলম্বে যে সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার মাধ্যমে এমন নেতৃত্বকে দায়িত্ব দেওয়া, যেন প্রতিষ্ঠানটির ওপর যে আস্থার সংকট এই জরিপে উঠে এসেছে, তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।"
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রনি)

ভেনেজুয়েলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৩৫

বুধবারের জোড়া ভূমিকম্পে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ভেনেজুয়েলার রাজধানী। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এখনো পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২৩৫। আহতের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কার্লোস আলভারাদো। এদিকে আমেরিকা জানিয়েছে, তারা ভেনেজুয়েলার উপকূলে দুইটি যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে। হেলিকপ্টার, মাল পরিবহণের বিমানও পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে তারা। এগুলোর মাধ্যমে সেখানে ত্রাণ পাঠানো হচ্ছে বলে মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে। ওয়াশিংটন জানিয়েছে, সব মিলিয়ে ১৫০ মিলিয়ন ডলারের ত্রাণ পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজ রাজধানী কারাকাস এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঘুরে দেখেছেন। সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, উদ্ধারকাজ চলছে। এখনো বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপে আটকে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

মালয়েশিয়া ও চীন সফর শেষে দেশে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী

মালয়েশিয়া ও চীনে ছয়দিনের সরকারি সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটিই তার প্রথম সরকারি বিদেশ সফর। শুক্রবার (২৬ জুন) সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান সরকারের মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টারা, সংসদ সদস্য এবং সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এসময় বিএনপির সিনিয়র নেতারাও বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে দলীয় প্রধানকে স্বাগত জানান। এর আগে, আজ শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা) বেইজিং ড্যাক্সিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান এবং সফরসঙ্গী প্রতিনিধিদলের সদস্যরাও একই ফ্লাইটে এসেছেন। চারদিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, প্রধানমন্ত্রী লি চিয়াংসহ দেশটির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সফরে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ১৩টি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয় এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদারে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে, গত সোমবার স্থানীয় সময় বিকেল ৫টায় কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইটে প্রধানমন্ত্রী চীনের পথে যাত্রা করেন। ২১ জুন মালয়েশিয়া পৌঁছান তারেক রহমান। এ সফরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে দুই নেতার মধ্যে একান্ত বৈঠক এবং পরে সীমিত পরিসরে আলোচনা হয়। এতে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, শ্রমবাজার, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়। পরবর্তীতে উভয় দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে বৃহত্তর পরিসরে সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশ-মিয়ানমার-চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডোরের প্রস্তাব বেইজিংয়ের

বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমার হয়ে চীন পর্যন্ত একটি অর্থনৈতিক সংযোগপথ (করিডোর) গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে চীন। একইসঙ্গে চট্টগ্রাম ও মোংলাবন্দর উন্নয়ন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং ব্রিকস সদস্যপদের বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। শুক্রবার (২৬ জুন) সকালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বৈঠকে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। পরে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় (বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টায়) সেন্ট্রাল বেইজিংয়ের দিয়াওইউতাই হোটেলে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীনের বেইজিং সফর নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সফরে বাংলাদেশ-চীন বহুমাত্রিক সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অংশীদারত্বে পরিণত হয়েছে জানিয়ে মাহদী আমিন বলেন, চীনে প্রধানমন্ত্রীর এই ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় সফরের মাধ্যমে একটা দীর্ঘমেয়াদি, কৌশলগত, অংশীদারত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। যার ভিত্তিতে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পেরিয়ে বহুমাত্রিক সম্পর্কে রূপ নিয়েছে। এই স্বল্প সময়ে প্রধানমন্ত্রী চীনের সবচেয়ে ক্ষমতাধর যে তিনজন মানুষ রয়েছেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং ও ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের (এনপিসি) স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ঝাও লেজির (বাংলাদেশের স্পিকারের সমকক্ষ) সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছেন। অত্যন্ত হাই লেভেলের ডেলিগেশনে বাংলাদেশ এবং চীনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় নিয়ে সব স্তরে আলোচনা হয়েছে। যেখানে নির্ধারিত হয়েছে, এই ঐতিহাসিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি হবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট, রেসপেক্ট, কো-অপারেশন এবং অবশ্যই দুই দেশের নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। তিনি বলেন, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী এবং চীনের নেতৃত্বের সম্মতির ওপর ভিত্তি করে মোট ১৭টি মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা এমওইউ সই হয়েছে। তার মধ্যে ১৩টি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং চীনের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দুই দেশের বিভিন্ন গভর্নমেন্টের মিনিস্ট্রি টু মিনিস্ট্রির মধ্যে সই হয়েছে। তিনটি চুক্তি হয়েছে বাংলাদেশের বিডার সঙ্গে চীনের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের এবং একটা হয়েছে পলিটিক্যাল পার্টি টু পলিটিক্যাল পার্টি অর্থাৎ দুইটি দেশের বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনায় যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে। মাহদী আমিন বলেন, আমাদের এই ঐতিহাসিক সফরের ওপর ভিত্তি করে একটি যৌথ ইশতেহার প্রণীত হচ্ছে, সেখানে ১৬টি পয়েন্ট থাকবে। অর্থাৎ ১৬ পয়েন্ট সম্বলিত একটি যৌথ ইশতেহার, সেখানে এই পুরো সফরের বিস্তরিত যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলো হয়েছে, যেখানে ঐকমত্য হয়েছে, তা তুলে রাখা হবে। আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে, চীনে যাদের সঙ্গে কথা বলেছি এখানকার প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের (এনপিসি) স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান- সবাই বাংলাদেশ এবং চীনের ৫০ বছরের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়ার যে অসাধারণ, অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র বলেন, বাংলাদেশের দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী আবারও নিশ্চিত করেছেন আমাদের 'ওয়ান পলিসি, ওয়ান চায়না পলিসি' অর্থাৎ চায়নাকে আমরা একটি একক রাষ্ট্র হিসেবে দেখি, যার ভিতর তাইওয়ান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেটি সুসংহতভাবে সুনিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো ট্রেডিং পার্টনার চীন উল্লেখ করে মাহদী আমিন বলেন, এখানে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ খুব সীমিত, কিন্তু চীন থেকে বাংলাদেশে আমদানির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। কিন্তু এটাকে নিয়ে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে, সরকারপ্রধানের মধ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য ডিটেইল প্ল্যাটফর্মে আলোচনা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কীভাবে বাংলাদেশ থেকে আমরা ট্রেড

গ্যাপটা কমাতে পারি। যেমন, যে-সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি রয়েছে, ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাসিটি রয়েছে, সেই সেক্টরগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি কি না এবং তার থেকে এক্সপোর্ট করে বাংলাদেশে আমরা বাড়াতে পারি কি না। আমাদের এগ্রিকালচার প্রোডাকশন কীভাবে বাড়াবো যে গার্মেন্টস রপ্তানি হয়, বাংলাদেশ থেকে তার একটা বড়ো অংশ কাঁচামাল কিন্তু আমরা চীন থেকে আমদানি করি। পরে তৈরি করা কাপড় বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে প্রাণহানিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শোক

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শোক প্রকাশ করেছেন। শুক্রবার (২৬ জুন) এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী এ শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "ভেনেজুয়েলায় আঘাত হানা ভূমিকম্পে বহু মানুষের মর্মান্তিক প্রাণহানি এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। যে-সব পরিবার তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাদের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমি গভীর সমবেদনা জানাই। আহত প্রত্যেকের দ্রুত সুস্থতা কামনা এবং এই কঠিন সময়ে ভেনেজুয়েলার জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছি," যোগ করেন তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে এবং এই দুর্যোগ মোকাবিলায় ভেনেজুয়েলা সরকারের জন্য শক্তি, সহনশীলতা ও দ্রুত পুনরুদ্ধার কামনা করছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

শি জিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে 'সম্পর্কের নতুন উচ্চতার' আশা প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দুইদেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার (২৬ জুন) চীনের স্থানীয় সময় সকালে বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে এ বৈঠক হয়। এর আগে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন জানান, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন। মাহদী আমিন বলেন, এই সফরের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক আরও জোরদার করা। কৌশলগত সহযোগিতা থেকে শুরু করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উন্নয়ন প্রকল্প এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের আগে একই স্থানে দেশটির ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের (এনপিসি) স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ঝাও লেজি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এদিন সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চীনের ঐতিহাসিক তিয়েনআনমেন স্কয়ারে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে দেশটির বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এসময় দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় এবং বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে চীনের বিপ্লবী বীরদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরা ঘিরে নেতা-কর্মীদের শোডাউন না করার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে তার নির্দেশনা অনুযায়ী বিএনপি নেতা-কর্মীদের কোনো ধরনের শোডাউন বা বড়ো জমায়েত না করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিষয়টি বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভীর মাধ্যমে নেতা-কর্মীদের জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত থাকবেন কেবল দলের সিনিয়র নেতা, সিনিয়র মন্ত্রী ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এ নির্দেশনার আলোকে নেতা-কর্মীদের বিমানবন্দরে ভিড় বা শোডাউন থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। শায়রুল কবির খান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো ধরনের শোডাউন করা হবে না। নির্ধারিত ব্যক্তিরাই বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

স্ত্রীকে নিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জাদুঘর পরিদর্শন প্রধানমন্ত্রীর

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান। শুক্রবার (২৬ জুন) বেইজিংয়ে জাদুঘরে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান জাদুঘরের কিউরেটর। প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও তার সহধর্মিণী জাদুঘরটি পরিদর্শন করেছেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস এবং দলটির ক্রমবিকাশ কীভাবে হয়েছে, তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারি ঘুরে দেখেন। সেখানে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের বিকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি তুলে ধরা হয়। এসময় প্রধানমন্ত্রী জাদুঘরের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) কোস্টারও উপভোগ করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি জাদুঘরের দর্শনার্থী বইয়ে সই করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

বেনজীরকে ফেরাতে কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে, এখনো জবাব মেলেনি

দুবাই পুলিশের হাতে গ্রেফতার পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে এখনো দেশটির তরফ থেকে কোনো জবাব মেলেনি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, আমরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠিয়েছি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। আমাদের দূতাবাস সেসব ইউএই সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছে। এটা হচ্ছে সর্বশেষ অবস্থা। ইউএই সরকারের তরফ থেকে আমাদের এখনো কিছু জানানো হয় নাই। আশা করি, খুব শিগ্‌গির জানানো হবে। শুক্রবার (২৬ জুন) দুপুরে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্ন জবাবে তিনি এ কথা বলেন। বেনজীর আহমেদকে দেশে ফেরানোর বিষয় অগ্রগতি জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বেনজীরকে গ্রেফতারের খবর দুবাই থেকে মেইলে জানানোর পর ৩০ দিনের মধ্যে তারা কাগজপত্র পাঠানোর জন্য বলেছিল। কিন্তু আমরা তিনদিনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। বেনজীর অন্য দেশের পাসপোর্ট বহন করছেন বলে শোনা যাচ্ছে, তাকে ফেরানো কঠিন কি না- জানতে চাইলে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আমরা এখনো ইউএই সরকারের রিপ্লাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। তার সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি, সে ফেডারেল পুলিশের কাছেই আছে, তাদের হেফাজতে আছে। অন্য কোনো সংবাদ আমরা জানি না। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদি হত্যার অভিযোগে ভারতে গ্রেফতার তিনজনকে ফেরত আনার বিষয়ে করা এক প্রশ্নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে তাদের ফেরত পাওয়ার জন্য চুক্তি মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং ওয়ারেন্ট তখনই পাঠিয়েছি। তিনি আরও বলেন, অপেক্ষা করছি, আশা করি তাদের আমরা ফেরত পাবো এবং তদন্ত সম্পন্ন করে আমরা যথাযথভাবে চার্জশিট দিতে পারবো।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

ম্যানেজ হয়ে হেরোইন হয়ে যায় আটা-ময়দা : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

যথাযথ পরীক্ষার অভাবে জব্দ করা হেরোইন ম্যানেজ হয়ে আটা-ময়দা হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, "মাদকের এত বেশি মামলা যে, এটা কি আটা, ময়দা, হেরোইন না পাউডার- কিছুই পরীক্ষা করার কায়দা নেই। দিন শেষে কীভাবে ম্যানেজ হয়ে হেরোইন পাউডার হয়ে যায় আটা-ময়দা। সে জন্য প্রতিটি জেলায় একটা উন্নত ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।" শুক্রবার (২৬ জুন) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শুধু ঢাকাতে ৮০ হাজার মাদকের মামলা ঝুলে রয়েছে উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, "যদি বিচারক সর্বোচ্চ ১০ হাজার মামলা ডিল করেন, তাহলে তাকে চার থেকে ছয় মাস পরপর দিন দিতে হবে, তারিখ দিতে হবে। তখন ৮০ হাজার মামলা কীভাবে ডিল হবে? প্রথম আইনের মধ্যে লেখা ছিল, সেখানে ট্রাইব্যুনাল করার একটা বিধান থাকবে। পরে সেটা সংশোধিত হয়েছে। বলছে, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে মামলা হবে। সে অনুযায়ী মাদকের পরিমাণের ওপর, অপরাধের সাজার ওপর ভিত্তি করে যার, যেটুকু দণ্ড আছে, সেই হিসেবে আদালত নির্ধারিত হয়ে সেই আদালতে মামলা হয়।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

ট্রেনে অভিযান চালিয়ে ১০ লাখ টাকার হেরোইনসহ দম্পতি আটক

পাবনার ঈশ্বরদীর বাইপাস রেলওয়ে স্টেশনে চলন্ত 'ধূমকেতু এক্সপ্রেস' ট্রেনে অভিযান চালিয়ে ১০০ গ্রাম হেরোইনসহ এক দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে পাকশী রেলওয়ে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) দিনগত রাত ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গ্রেফতাররা হলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার কল্যাণপুর এলাকার মোছা. সাজেমা বেগম (৪২) ও তার স্বামী মো. কাজল আহম্মেদ (৪৩)। রেলওয়ে পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনে অভিযান চালানো হয়। ট্রেনের 'জ' বগির ৭৬ ও ৭৭ নম্বর আসনে বসা ওই দম্পতিকে সন্দেহজনক মনে হলে তল্লাশি করা হয়। এ সময় সাজেমা বেগমের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ৫০ গ্রাম এবং কাজল আহম্মেদের প্যান্টের পকেট থেকে আরও ৫০ গ্রামসহ মোট ১০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত হেরোইনের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরে আটক দুই আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

কোনো অবস্থাতেই ছাদে পানি জমতে দেওয়া যাবে না : প্রতিমন্ত্রী শাহে আলম

এডিস মশা নিধন অভিযানে কাউকে জেল বা জরিমানা করাই সরকারের উদ্দেশ্য নয়, মানুষের জীবনরক্ষা এবং ডেঙ্গুমুক্ত নগর গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। শুক্রবার (২৬ জুন) রাজধানীর বনানী এলাকার ১৮, ২১ ও ২৪ নম্বর সড়কে বিভিন্ন বাড়ি ও স্থাপনায় পরিচালিত মশকনিধন কার্যক্রম পরিদর্শনকালে এ মন্তব্য করেন প্রতিমন্ত্রী। ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটির উদ্যোগে বাসাবাড়িতে এডিস মশার প্রজননস্থল শনাক্ত, লার্ভা ধ্বংস এবং জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, নগরবাসী যদি সচেতন হয়ে নিজের বাসা-বাড়ি,

আঙ্গিনা ও বাড়ির ছাদের ফুলের টবে জমে থাকা পানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, তাহলে ডেঙ্গু থেকে বাঁচা সম্ভব। জমে থাকা পানি ফেলে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোনো অবস্থাতেই বাড়ির ছাদের ফুলের বাগানসহ টবে, ডাবের খোসা, রঙের কৌটা বা যে-কোনো পাত্রে পানি যেন জমে না থাকে, সেজন্য সচেতন হতে হবে। আমরা সচেতন হলেই নগরকে ডেঙ্গুমুক্ত করা সম্ভব। আল্লাহর রহমতে নগরবাসীর সহযোগিতায় আমরা ঢাকা শহরকে ডেঙ্গুমুক্ত করবো, ইনশাল্লাহ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

একজনকেও 'পুশ-ইন' হতে দেইনি, বিজিবি সীমান্তে সতর্ক : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, আমরা একজনকেও 'পুশ-ইন' হতে দেইনি। আমাদের বিজিবি সীমান্তে সতর্ক অবস্থায় আছে। শুক্রবার (২৬ জুন) দুপুরে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্ন জবাবে তিনি এ কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, ১০ হাজারের বেশি মানুষকে ইতোমধ্যে তারা 'পুশ-ব্যাক' করেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের পাল্টা প্রশ্ন করেন, এ ব্যাপারে আপনাদের কাছে কি পরিসংখ্যান আছে? কতজন 'পুশ-ইন' হয়েছে? তিনি বলেন, আমাদের কাছেও এই যে সংখ্যা উল্লেখ করছেন, সেরকম কোনো সংখ্যা নাই। আমরা একজনকেও 'পুশ-ইন' হতে দেইনি। আমাদের বিজিবি সতর্ক অবস্থায় আছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক অব্যাহত 'পুশ-ইনের' বিষয়ে করা আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা 'পুশ-ইন' ঠেকানোর জন্য সতর্ক আছি, আমাদের বিজিবি খুব প্রশংসনীয় কাজ করছে। প্রতিটি বর্ডারে যেখানে যেখানে 'পুশ-ইনের' চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে তারা বাধা দিচ্ছে। একইসঙ্গে সেখানে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক থাকলে সেই তালিকা দিতে কূটনৈতিকভাবে ভারতকে বলা হয়েছে বলেও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

শিবিরের 'ফর্মুলায়' তরুণদের মাদক থেকে বিরত রাখা সম্ভব : নুরুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম বলেছেন, "ইসলামী ছাত্রশিবিরের কাছে যুবসমাজকে শতভাগ মাদক থেকে দূরে রাখার 'এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথ ফরমুলা' রয়েছে, যা দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করলে তরুণ সমাজকে শতভাগ মাদক থেকে বিরত রাখা সম্ভব" তিনি বলেন, "আমরা সকল ছাত্র সংগঠনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই- আপনারা দলীয় প্রমোশনের সস্তা হাতিয়ার হিসেবে মাদককে প্রশ্রয় না দিয়ে এর বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করুন।" আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার (২৬ জুন) সকালে আয়োজিত এক ক্যাম্পেইনে এ কথা বলেন তিনি। 'সেভ দ্য ইয়ুথ, সেভ দ্য ন্যাশন' প্রতিপাদ্যে সপ্তাহব্যাপী মাদকবিরোধী ক্যাম্পেইন 'ইয়ুথ অ্যাগেইনস্ট ড্রাগস'-এর অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'রান অ্যাগেইনস্ট ড্রাগস' অনুষ্ঠিত হয়। উদ্‌বোধনী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

জাতীয় স্বার্থের জায়গায় সরকারি ও বিরোধীদলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে : ডা. শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, আমাদের সীমান্তে কিছু সমস্যা আছে। আমাদের দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ, বিজিবির পাশে আমাদের গোটা দেশবাসী আছেন। আমরা সব ধরনের আধিপত্যবাদকে রুখে দিতে পারবো। শুধু প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যের। জাতীয় স্বার্থের জায়গায় সরকারি কিংবা বিরোধীদল- সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। শুক্রবার (২৬ জুন) সকাল সাড়ে ৯টায় রাজধানীর মগবাজারের আল ফালাহ মিলনায়তনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিবেশনে উদ্বোধনী বক্তব্যে জামায়াত আমির এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের লড়াই হবে সব অন্যায় ও অপশক্তির বিরুদ্ধে। নতুন, পুরাতন ফ্যাসিবাদ বুঝি না, যেখানেই ফ্যাসিবাদ, সেখানেই প্রতিরোধ, সেখানেই প্রতিবাদ করা হবে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচন ও সংস্কারের জন্য সংস্কার পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। জনগণ একই দিনে দুটি ভোট দিলেও, একটি ভোটের মূল্যায়ন করা হলো। আরেকটি ফেলে দেওয়া হলো। অথচ কোনোটিই অগুরুত্বপূর্ণ নয়। বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, শাসনের যে ধারা অতীতে শাসকদের ফ্যাসিবাদী করে তুলেছিল, জনগণ চেয়েছিল সেই ধারার পরিবর্তন হোক। এই পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক সংস্কার অপরিহার্য। দীর্ঘদিন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে মাসের পর মাস সংলাপের পর জুলাই সনদ তৈরি করলো। তার ভিত্তিতেই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। আফসোস! বর্তমান সরকারি দল প্রায় ৭০ ভাগ মানুষের রায়কে অগ্রাহ্য করলো। ফলে কোনো পরিবর্তন আসলো না। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, সরকার এরই মধ্যে সব মৌলিক বিষয়কে অগ্রাহ্য করেছে। তারা স্বাধীন বিচার বিভাগ, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন, স্বাধীন গুম কমিশন ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন চাচ্ছেন না। ফলে যে জায়গাগুলোর কারণে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছিল, সেসব আগের জায়গায় থেকে গেল। তিনি আরও বলেন, জনগণ আজ শুধু হতাশ নয়, ক্ষুব্ধও। তাদের ভোটের মূল্যায়ন কেন করা হলো না? নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকারি ও বিরোধী দল বলেছে, আমরা গণভোট মানি, আপনারা গণভোটে 'হ্যাঁ' বলুন। যারা এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, তাদের প্রায় ৭০ ভাগ ভোট অগ্রাহ্য হবে কেন? প্রশ্ন রাখেন জামায়াত আমির।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

নিজ প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে পড়ান কারা, ৪০০ জনে হাত তুললেন ২০ শিক্ষক

শিক্ষকরা নিজে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত, সন্তানদের সেখানে পড়ান না- এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বিষয়টি সামনে এনে তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন প্রশ্ন করেন, 'কার কার সন্তানকে নিজ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে পড়ান, হাত তুলুন তো।' মন্ত্রীর এমন প্রশ্নে ১৫ থেকে ২০ জন শিক্ষক হাত উঁচু করেন। অথচ অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত ছিলেন চার শতাধিক শিক্ষক। এতে হতাশা প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী। শুক্রবার (২৬ জুন) বিকেলে দিনাজপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এ ঘটনা ঘটে। এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা নিয়ে দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সভাটির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে এহছানুল হক মিলন বলেন, 'দেখুন, আপনারা নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যদি নিজের সন্তানকেই ভর্তি করিয়ে পড়ানোর কনফিডেন্স না পান, তাহলে বুঝতে হবে কী পড়ান! কিছুই হয় না, গুরুত্বই দেন না।' এসময় শিক্ষকদের কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন যে, তার সন্তান ভিন্ন জেলায় বা ঢাকাতে পরিবারের সঙ্গে থাকেন। শিক্ষকদের এমন দাবির পর মন্ত্রী বলেন, 'তাই বলে ৪০০ শিক্ষকের পরিবারই কি ঢাকায় থাকে!' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

চরের বালুর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গোলাগুলি, প্রাণ গেল বিএনপি নেতার ভাতিজার

পাবনার সদর উপজেলার পদ্মার চরে অবৈধ বালু উত্তোলনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুইপক্ষের সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে মঞ্জু শেখ (৪০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত মঞ্জু সুজানগর উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব শেখ আব্দুর রউফের ভাতিজা বলে জানা গেছে। শুক্রবার (২৬ জুন) সকালে উপজেলা ভাঁড়ারা ইউনিয়নের মধ্যচরের জোতকাকুরিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) রেজিনুর রহমান। নিহত মঞ্জু শেখ (৪০) ইউনিয়নের জোতকাকুরিয়া গ্রামের দারোগা আলী শেখের ছেলে। তিনি সুজানগর উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব শেখ আব্দুর রউফ ও চরতারাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি শেখ রহমত আলীর ভাতিজা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন ধরে পদ্মার মধ্যচরে একটি পক্ষ বালু উত্তোলন করছিল। ওই বালুর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। বৃহস্পতিবারও এ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। শুক্রবার সকালে উভয়পক্ষের লোকজন বালুর অবস্থান দেখতে গেলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলি শুরু হয়। এতে মাথার পেছনে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান মঞ্জু শেখ।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

গুমের সঙ্গে জড়িতরা যত প্রভাবশালীই হোক না কেন, ছাড় দেওয়া হবে না : মির্জা ফখরুল

গুমের সঙ্গে জড়িতরা যত বড়ো প্রভাবশালীই হোক না কেন, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়মন্ত্রী এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, "গুমের ঘটনাগুলোর সঙ্গে আমরা আর সম্পৃক্ত হতে চাই না। এটি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এর প্রকাশ্যে বিচার এবং শাস্তি হওয়া উচিত।" শুক্রবার (২৬ জুন) রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে গুমের শিকার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে 'মায়ের ডাক' আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে গুমের শিকার পরিবারগুলোর দীর্ঘ ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বয়ে চলা স্বজন হারানোর বেদনার কথা তুলে ধরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বিএনপি মহাসচিব। তিনি বলেন, এই অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা যত বড়ো প্রভাবশালীই হোক না কেন, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। আয়না ঘরের মতো ভয়াবহ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি এবং সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের প্রসঙ্গ টেনে মির্জা ফখরুল বলেন, "তাদের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, অহংকার ও দাম্ভিকতা ছিল, তা আজ ভেঙে চুরমার। আমি বিশ্বাস করি, একে একে প্রত্যেকেই আইনের মুখোমুখি হবে এবং প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে।" গুম হওয়া পরিবারগুলোর সন্তানদের ভবিষ্যতের বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "যদি বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং জুলাই বিপ্লবের যোদ্ধাদের ভাতা দেওয়া হতে পারে, তবে গুম হওয়া পরিবারগুলো কেন বঞ্চিত থাকবে? আমরা আগামী বাজেটেই এই পরিবারগুলোর জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রাখবো।" স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেন, স্বজন হারানোর এই ক্ষতি অর্থ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। তবে রাষ্ট্র হিসেবে তাদের পাশে দাঁড়ানো, সন্তানদের ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ, সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশের সঙ্গে 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' সহযোগিতা বাস্তবায়নে প্রস্তুত চীন

বাংলাদেশে নতুন সরকারের সুষ্ঠু প্রশাসনিক কার্যক্রমে সমর্থন জানায় চীন। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের সঙ্গে মানসম্মত তথা উচ্চমানের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' সহযোগিতা বাস্তবায়নে প্রস্তুত থাকার বিষয়টি জানিয়েছে চীন। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং শুক্রবার (২৬ জুন) এমন মন্তব্য করেছেন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া। চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকে শি জিনপিং বলেন, বাংলাদেশ ও চীন যৌথভাবে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো নির্ধারণ করতে এবং 'সবুজ ও স্বল্প-কার্বন উন্নয়ন', 'ডিজিটাল অর্থনীতি', 'তথ্যপ্রযুক্তি', 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ' (এআই) বিভিন্ন খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা আরও কাজে লাগাতে

আগ্রহী। এদিকে চীনের পিপলস ডেইলি অনলাইন সংবাদের তথ্য মতে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের নেতা যৌথভাবে নতুন যুগে অভিন্ন ভবিষ্যতের চীন-বাংলাদেশ সম্প্রদায় গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। এর লক্ষ্য দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

প্রক্সিকাণ্ডে আইনজীবীসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকার আদালতে ২৯ লাখ টাকার চেক ডিজঅনার মামলায় আসামির পরিবর্তে অন্য এক নারীকে হাজির করার ঘটনায় আইনজীবীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে দায়ের করা মামলায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জাল-জালিয়াতি এবং বিচারিক কার্যক্রমে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে। শুক্রবার (২৬ জুন) ঢাকার চতুর্থ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী মিয়া মো. ইব্রাহিম খলিল অপু জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আদালতের নির্দেশে গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) রাতে কোতোয়ালি থানায় মামলাটি দায়ের করা হয়। এতে নাসরিন সিকদার, তার পরিবর্তে আদালতে উপস্থিত হওয়া মনোয়ারা বেগম এবং আইনজীবী মো. হাম্মাদ এমদাদ হোসাইনকে আসামি করা হয়েছে। এছাড়া অজ্ঞাতপরিচয় এক বা একাধিক ব্যক্তিকেও মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, পরস্পরের যোগসাজশে আদালতকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে আসামির পরিবর্তে অন্য একজনকে আদালতে হাজির করা হয়। এ ঘটনায় ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রতারণা, জাল-জালিয়াতি এবং বিচারিক কার্যধারাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গ নিয়ে আরও চার শিশুর মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও চার শিশু মারা গেছে। তবে এ সময়ে নিশ্চিত হামে কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। আলোচ্য সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ মিলিয়ে নতুন করে প্রায় এক হাজার শিশু আক্রান্ত হয়েছে। শুক্রবার (২৬ জুন) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে চারজন শিশু মারা গেছে। তবে এসময়ে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। এতে বলা হয়, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ৬০৯ শিশু। একই সময়ে নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়ে ৯৩ শিশুর প্রাণ গেছে। অর্থাৎ, হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এ পর্যন্ত মোট ৭০২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে ১০৭ শিশু। এসময়ে হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ৮৬৯। সবমিলিয়ে এ সময়ে হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে ৯৭৬ জন। তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ৯৭ হাজার ৫২২, আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১১ হাজার ৫৪৯ জন। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ৮১ হাজার ২৮৩ রোগী, যাদের মধ্যে ৭৭ হাজার ৬১৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ রিহাব)

সাতকানিয়ায় প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচানো অবস্থায় জান্নাতুল ফেরদৌস নয়ন (২২) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৬ জুন) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার সোনাকানিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সী মাঝির পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। জান্নাতুল ফেরদৌস নয়ন ওই এলাকার সৌদিপ্রবাসী মনোয়ার হোসেনের স্ত্রী। তাদের এক বছর বয়সি একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য মাস্টার দেলোয়ার হোসেন বলেন, শুক্রবার সকালে নয়ন ও তার শাশুড়ি একসঙ্গে নাস্তা করেন। পরে শাশুড়ি বাড়ির পাশের জমিতে ফসল তুলতে যান। কিছুক্ষণ পর এক প্রতিবেশী এসে জানান, শিশুটি অনেক কান্নাকাটি করছে। এরপর তিনি বাড়িতে ফিরে ঘরে ঢুকে দেখেন, নয়ন সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় আছেন। তিনি বলেন, কী কারণে ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

২০২৯ নাগাদ রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১০.৭ শতাংশে নিতে চায় এনবিআর

আগামী ২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যে দেশের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১০ দশমিক ৭ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। অর্থ মন্ত্রণালয়ে 'মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি ২০২৬-২৭ থেকে ২০২৮-২৯' শীর্ষক অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় এ প্রক্ষেপণ ও আশাবাদের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, এতে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব জিডিপির প্রায় শূন্য দশমিক ৩ থেকে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনের পর্যালোচনায় বলা হয়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা ধরে রাখতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ও জরুরি পূর্বশর্ত। এই লক্ষ্য অর্জনে আগামী কয়েক বছরে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট রাজস্ব জিডিপির ৮.৩ শতাংশ থাকলেও, সদ্য সমাপ্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা কিছুটা কমে ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। সমপর্যায়ের অন্যান্য অর্থনীতির তুলনায় বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত এখনও

নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। বিবৃতিতে কর আহরণে কাঠামোগত দুর্বলতা, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর কর অব্যাহতি এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে আমদানি-সংশ্লিষ্ট রাজস্ব প্রাপ্তি কমে যাওয়াকে এই সাময়িক হ্রাসের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে মধ্যমেয়াদে এই পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে বলে সরকারি প্রক্ষেপণে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, সামগ্রিক রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১০.২ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১০.৫ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ১০.৭ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। একইসঙ্গে, এনবিআর-এর নিজস্ব কর রাজস্ব আহরণ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপির ৬.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৮.৮ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৯.১ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবছরে ৯.৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতায় বলেন, সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মধ্যমেয়াদে দেশের কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশে এবং দীর্ঘমেয়াদে ২০৩৫ সালের মধ্যে তা ১৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া। মধ্যমেয়াদি নীতি বিবৃতি প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, দেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, মূল্যের স্থিতিশীলতা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক সহনশীলতা বজায় রাখতে উপযুক্ত মাত্রার সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি লক্ষ্যভিত্তিক সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

সাড়ে তিন মাসে হাম কাড়লো ৭ শতাধিক শিশুর প্রাণ

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও চার শিশু মারা গেছে। তবে এ সময়ে নিশ্চিত হামে কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে হাম ও হামের উপসর্গে এ পর্যন্ত মোট ৭০২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৬ জুন) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে চারজন শিশু মারা গেছে। তবে এসময়ে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। এতে বলা হয়, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ৬০৯ শিশু। একই সময়ে নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়ে ৯৩ শিশুর প্রাণ গেছে। অর্থাৎ, হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এ পর্যন্ত মোট ৭০২ শিশু মারা গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে ১০৭ শিশু। এসময়ে হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ৮৬৯। সবমিলিয়ে এ সময়ে হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে ৯৭৬ জন। তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ৯৭ হাজার ৫২২, আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১১ হাজার ৫৪৯ জন। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ৮১ হাজার ২৮৩ রোগী, যাদের মধ্যে ৭৭ হাজার ৬১৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

মেহেরপুরে ফের 'পুশ-ইনের' চেষ্টা, বিজিবি ও স্থানীয়দের বাধায় ব্যর্থ

মেহেরপুর সীমান্তে আবারও তিনজনকে বাংলাদেশে 'পুশ-ইনের' চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। এ নিয়ে চলতি মাসে মেহেরপুর সীমান্তে দিয়ে চতুর্থবারের মতো 'পুশ-ইনের' চেষ্টা হয়েছে। শুক্রবার (২৬ জুন) ভোরে গাংনী উপজেলার ধলা সীমান্তের ১৩৬ নম্বর মেইন পিলারের কাছে ১৩৫/৭-এস কাঁটাতারের গেটে এ 'পুশ-ইনের' ঘটনা ঘটে। তবে বিজিবি ও স্থানীয়দের বাধায় তাদের পুনরায় ভারতের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে নেয় বিএসএফ। তাদের মধ্যে দু-জন পুরুষ ও একজন নারী। ধলা বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার হাবিলদার শিশির কুমার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় সূত্র জানায়, রাতের কোনো এক সময় বিএসএফ ওই তিনজনকে সীমান্তের কাঁটাতারের গেট পার করে বাংলাদেশের দিকে পাঠায়। ভোরে বিজিবি ও স্থানীয়রা তাদের সীমান্ত শূন্যরেখায় বাধা দিলে তারা নো-ম্যানস ল্যান্ডে অবস্থান নেন। পরে সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে বিএসএফ তাদের আবার ভারতের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ধলা বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার হাবিলদার শিশির কুমার বলেন, সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতায় আছে বিজিবি। অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে বিজিবি ও সীমান্তবাসী একসঙ্গে কাজ করছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ৩ দিন, ফ্ল্যাটে মিললো চিকিৎসকের মরদেহ

রাজধানীর শাহবাগ এলাকার আজিজ সুপার মার্কেটের আবাসিক ভবনের এক ফ্ল্যাট থেকে ফারা ফোরদৌস (২৭) নামের এক চিকিৎসকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৬ জুন) বিকেলে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনদিন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার পর ভাড়া বাসায় তার মরদেহ পাওয়া গেলো। মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) একরামুল হক বলেন, খবর পেয়ে আজিজ সুপার মার্কেটের আবাসিক ভবনের ১৪ তলার ৮/এস নম্বর ফ্ল্যাটের এক কক্ষ থেকে মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

স্থলবন্দরে নিষেধাজ্ঞা; প্রক্রিয়াজাত ফল রপ্তানিতে ক্ষতি

বাংলাদেশ থেকে বেশিরভাগ স্থলবন্দর দিয়ে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে ভারত। এতে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে প্রক্রিয়াজাত খাবারসহ ফল ও ফলজাতীয় পানীয় রপ্তানি। রপ্তানিকারকরা

জানান, বন্দরে জটিলতায় ক্রমবর্ধমান সরবরাহ খরচ বেড়েছে, কমেছে রপ্তানি। কারণ, পণ্যগুলো শুধু ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি করতে হয়। নতুন নিয়মে সব পণ্য পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য ও ফল রপ্তানি হচ্ছে দেশটিতে। এ দেশের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের একটি অন্যতম বড়ো বাজার ভারত। দেশটির মূল ভূখণ্ডের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে (সেভেন সিস্টার্স) বাংলাদেশি খাদ্যপণ্যের বড়ো বাজার রয়েছে। রপ্তানিকারকরা জানান, বাংলাদেশ থেকে ভারতের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামে ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন (এলসিএস)/ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) দিয়ে ফল, ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, কোমলপানীয়, প্রক্রিয়াজাত বিভিন্ন খাদ্যসহ রপ্তানি বন্ধ রয়েছে গত বছর থেকে। ভারত এখন কেবল কলকাতা ও মুম্বাই সমুদ্রবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের পণ্য আমদানি করার সুযোগ দিচ্ছে। এছাড়া গত বছর ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে নিজ দেশের বন্দর ব্যবহার করে তৃতীয় দেশে বাংলাদেশের পণ্য যাওয়ার ব্যবস্থাও প্রত্যাহার করে ভারত। এখন স্থলবন্দর ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে খাদ্যপণ্যসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ভারতীয় আমদানিকারকদের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। দুটি সিদ্ধান্তই বাংলাদেশের রপ্তানির জন্য নেতিবাচক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

পুরান ঢাকায় তাজিয়া মিছিল থেকে ধাওয়া দিয়ে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

পুরান ঢাকার সূত্রাপুরে পবিত্র আশুরার তাজিয়া মিছিলে অংশ নেওয়া এক যুবককে ধাওয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার (২৬ জুন) বিকেল ৫টার পর বি কে দাস রোডের একটি নির্মাণাধীন ভবনের নিচে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তরুণের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি পুলিশ। সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ওসি মতিউর রহমান বলেন, ওই যুবক তাজিয়া মিছিলের সঙ্গেই ছিলেন। কয়েকজন মিলে ধাওয়া দিয়ে তাকে মিছিলের বাইরে নিয়ে যায়। পরে নির্মাণাধীন একটি ভবনের নিচে তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় ওই যুবক। ওসি বলেন, নিহতের পরিচয় শনাক্ত এবং হামলায় জড়িতদের খুঁজে বের করতে পুলিশ কাজ করছে। তবে এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাজিয়া মিছিলের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) লালবাগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর। তিনি জানান, ওই যুবককে একটি নির্মাণাধীন ভবনের নিচে কোপানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের পেছনের কারণ ও হামলাকারীদের পরিচয় উদ্‌ঘাটনে তদন্ত শুরু হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

সাইবার নিরাপত্তায় সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে : তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী

দেশের দ্রুতগতির ডিজিটাল অগ্রযাত্রাকে টেকসই ও নিরাপদ করতে সাইবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল ট্রাস্ট নিশ্চিত করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। একইসঙ্গে একটি শক্তিশালী জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প এবং মিডিয়া অংশীজনদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। শুক্রবার (২৬ জুন) রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে 'ফিনিক্স সামিট ২০২৬'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এই সামিটের মূল আয়োজক হিসেবে কাজ করছে 'দ্য টিম ফিনিক্স গ্রুপ'। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আজ এক দ্রুতগতির ডিজিটাল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন, আর্থিক ব্যবস্থা, মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, শিক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এখন অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই রূপান্তরের সাথে সাথে সাইবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল ট্রাস্ট আজ আমাদের জাতীয় অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, আর্থিক লেনদেনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে কিংবা ডিজিটাল সেবার ওপর মানুষের আস্থা হারিয়ে গেলে আমাদের পুরো অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই একটি জাতীয় সাইবার প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং দায়িত্বশীল ডিজিটাল রূপান্তর নিশ্চিত করতে সকল অংশীজনকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তথ্যের স্বচ্ছতা এবং জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, সাইবার নিরাপত্তা কেবল কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কারিগরি বিষয় নয়, এটি সর্বসাধারণের সচেতনতার সাথেও সরাসরি যুক্ত। তিনি বলেন, আমরা যদি আমাদের নাগরিকদের সাইবার অপরাধ ও গুজব সম্পর্কে সচেতন করতে না পারি, তবে ডিজিটাল রূপান্তরের সুফল সবার কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তথ্য প্রতিমন্ত্রী আশাবাদ প্রকাশ করে বলেন, আজকের এই প্ল্যাটফর্মটি আমাদের জাতীয় সাইবার নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করতে একটি বড়ো মানদণ্ড হিসেবে কাজ করবে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সবসময় এই ধরনের দূরদর্শী উদ্যোগের পাশে থাকবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তারেক রেফাত উল্লাহ খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শ্যাডোসার্ভার ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পিওত্র কিজেউস্কি। উদ্যোগটি গ্রহণের জন্য আয়োজক সংস্থা 'দ্য টিম ফিনিক্স গ্রুপ' (টিটিপিজি)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম শামীম রেজা এবং কৌশল ও রূপান্তর উপদেষ্টা মো. আবদুল্লাহ ফরিদকে অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। সম্মেলনে দেশ-বিদেশ থেকে আগত বিপুলসংখ্যক সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, সরকারি-বেসরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রামের পৃথক স্থানে সেপটিক ট্যাংকে নেমে চারজনের মৃত্যু

চট্টগ্রাম নগর ও রাউজানে পৃথক দুই ঘটনায় সেপটিক ট্যাংকে নেমে চারজন নিহত হয়েছেন। মরদেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার (২৬ জুন) নগরের কদমতলী ও রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ঝিকুটি পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, নগরের কদমতলী থানার ধনিয়ালাপাড়া এলাকায় নির্মাণাধীন এক ভবনের সেপটিক ট্যাংকে নেমে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন- নোয়াখালী সদর উপজেলার সাকিব এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চর এলাহী এলাকার হৃদয় মিয়া (২৫)। ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর আলম বলেন, ধনিয়ালাপাড়ার ছোটো মসজিদ বাই লেইনে আমেরিকান বিল্ডিং ও লাকি ম্যানসনের পাশে নির্মাণাধীন একটি বহুতল ভবনের সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নেমে শ্বাসরোধে দুই শ্রমিক মারা যান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। একই সময়ে রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া এলাকায় সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমে আরও দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন- প্রদীপ দাস ও সমীরণ দাস। রাউজান থানা পুলিশ জানায়, সেপটিক ট্যাংকে কাজ করার সময় বিষাক্ত গ্যাসের কারণে শ্বাসরোধে তাদের মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। দুই ঘটনার বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৬.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বৈঠক অনুষ্ঠিত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার চীনের স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে বৈঠকটি শুরু হয়। বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছার আশা প্রকাশ করেন উভয় নেতা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন জানান, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক আরও জোরদার করার কথা উল্লেখ করেন উভয় দেশের সরকারপ্রধান। মাহদী আমিন বলেন, বৈঠকে কৌশলগত সহযোগিতা থেকে শুরু করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উন্নয়ন প্রকল্প ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা। চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের আগে দেশটির ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ঝাও লেজি একই স্থানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এর আগে, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চীনের ঐতিহাসিক তিয়েনআনমেন স্কয়ারে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে দেশটির বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় এবং বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে চীনের বিপ্লবী বীরদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

মাদক প্রতিরোধে নতুন আইন আসছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আগামী দুই-একদিনের মধ্যে মাদক প্রতিরোধ আইন সংশোধনী সংসদে উপস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ শুক্রবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস'-এর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমলী আদালতের পাশাপাশি প্রয়োজনমতো মাদক মামলার বিষয়ে ট্রাইবুনাল গঠন করা হবে। আইনের পাশাপাশি সামাজিকভাবে সচেতনতা তৈরি করতে হবে না। তাই মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই সহজ হবে। মাদকের কারণে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, দেশে ৮২ লাখ মানুষ মাদক গ্রহণ করে, যা মোট জনসংখ্যার ৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ। এখানে জিরো টলারেন্স বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে। মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে অধিদপ্তর এখন পর্যন্ত ৯টি মানিলন্ডারিংয়ের মামলা করেছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে ১৭ সমঝোতা স্মারক সই

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরে মোট ১৭টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে দিয়াওতাই হোটেলে কনফারেন্স হলে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের বিস্তারিত তুলে ধরে তার কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন এ তথ্য জানান। মাহদী আমিন বলেন, বৃহস্পতিবার দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং চীনা নেতৃত্বের সম্মতির ওপর ভিত্তি করে মোট ১৭টি মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি বলেন, এর মধ্যে ১৩টি দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে উভয় সকারের বিভিন্ন মিনিস্ট্রি টু মিনিস্ট্রি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও তিনটি হয়েছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিডার সঙ্গে ও চীনের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে। আর একটি এমওইউ হয়েছে পলিটিক্যাল পার্টি টু পলিটিক্যাল পার্টি। অর্থাৎ বাংলাদেশে বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং চীনের ক্ষমতাধর রাজনৈতিক দল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে। তিনি আরও জানান, মোট ১৭টি সমঝোতা স্মারকের মধ্যে ১৩টি স্বাক্ষর হয়েছে মিনিস্ট্রি

টু মিনিস্ট্রি, ৩টি বিডার সঙ্গে বিভিন্ন চীনা প্রতিষ্ঠানের এবং একটি দুই দেশের বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকা রাজনৈতিক দলের মধ্যে। চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের আমন্ত্রণে গত সোমবার রাতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চীন সফরে যান। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরামের সম্মেলনে যোগ দিতে চীনের দালিয়ানে আসেন। বুধবার রাতে সেখান থেকে থেকে বেইজিং যান। সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি জাহিদুর ইসলাম রনি উপস্থিত ছিলেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ আলোচনা করলে সহায়তা করবে চীন

রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ আলোচনা করতে চাইলে চীন প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে বলে জানিয়েছে। শুক্রবার বেইজিংয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠক শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন এ তথ্য জানান। মাহদী আমিন বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান স্পষ্ট। তিনি বলেন, চীন আশ্বাস দিয়েছে যে, আমরা যখনই প্রয়োজন মনে করব এবং মিয়ানমারের সঙ্গে সংলাপের প্রয়োজন হলে সেখানে ফ্যাসিলিটেড করবে এবং আমরা সেই ভলেন্টারি এবং ডিগনিফাইতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, যেটা ইতোঃপূর্বে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়ার সময় শুধু সম্ভব হয়েছিল, আমরা এ বিষয়ে সামনে আলোচনা শুরু করবো। মাহাদী আমিন বলেন, আমাদের দেশে একটা দুর্বল সরকার ছিল বিগত বছরগুলোতে, একটা রেজিম ছিল, তার দুর্বলতার ভিত্তিকে ভর করে এই ক্রাইসিসটা একটা কন্ট্রোলার বাইরে নিয়ে চলে গেছে। তিনি আরও বলেন, রোহিঙ্গাদের আমাদের দেশে প্রবেশ একটা টপ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কনসার্ন। প্রথম উদ্যোগ যে নিতে হবে, আমরা নেবো। গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবে আমরা চীনকে সঙ্গে নিয়ে মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবো।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

মাদকের সঙ্গে জড়িতদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে : ভূমিমন্ত্রী

ভূমিমন্ত্রী মো. মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন, মাদকের সঙ্গে জড়িতদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। তিনি বলেন, মাদক কারবারের মাধ্যমে যারা হঠাৎ অঢেল সম্পদের মালিক হচ্ছে এবং বড়ো বড়ো অট্টালিকা নির্মাণ করছে, তারা মূলত জাতির শত্রু। শুক্রবার 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষ্যে রাজশাহী শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রাজশাহী জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মন্ত্রী বলেন, 'মাদকের বিষাক্ত ছোবলে একটি সম্ভাবনাময় জাতির সম্পদের পাশাপাশি পরিবারের প্রত্যাশা এবং মেধাবী জীবনের দীর্ঘদিনের সাধনা মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে যায়। একটি পরিবার বহু প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে সন্তানকে গড়ে তোলে, কিন্তু মাদকের নেশায় সেই সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। এর ফলে শুধু একজন ব্যক্তি নয়, পুরো পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' চীনের উদাহরণ তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'একসময় দেশটির মানুষ আফিমের নেশায় ব্যাপকভাবে আসক্ত ছিল। কিন্তু দূরদর্শী নেতৃত্বের আহ্বানে তারা সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে আজ বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে।' সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশের মতো আরো কঠোর আইন প্রয়োগের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

একদিন বিশ্বকাপে খেলবে বাংলাদেশ : আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশ একদিন ফুটবল বিশ্বকাপে খেলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা। শুক্রবার বিকেলে মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার শিমুলিয়া ঘাটসংলগ্ন পদ্মাপাড়ে স্থানীয়দের সঙ্গে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন। ম্যাচ শেষে রাষ্ট্রদূত পদ্মা নদী ও পদ্মা সেতুর আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখেন। এ সময় স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন এবং সময় কাটান। রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা বলেন, 'এখানে সবার সঙ্গে একসঙ্গে সময় কাটাতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। আমি আশা করি, বাংলাদেশ ফুটবল খেলা চালিয়ে যাবে এবং একদিন বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ নেবে।' প্রীতি ফুটবল ম্যাচকে ঘিরে শিমুলিয়া ঘাট এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ফুটবলপ্রেমী ও আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের সমর্থকেরা খেলাটি উপভোগ করেন। অনেকেই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মাঠে নেমে খেলায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানে মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. কামরুজ্জামান রতনসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের সমর্থক এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

এইচএসসিতে প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা : শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, আসন্ন এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে কেউ কোনো ধরনের গুজব ছড়ালে বা বিরূপ মন্তব্য করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, এ ধরনের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে পুলিশ তাৎক্ষণিক অ্যাকশন নেবে এবং জড়িতদের

আটক করবে। আজ শুক্রবার দিনাজপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে আসন্ন এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা ২০২৬ সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে আয়োজনের লক্ষ্যে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং রংপুর বিভাগের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়। আগামী ২ জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপপ্রচার রোধে কড়া বার্তা দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে কেউ গুজব ছড়ালে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোথাও পরীক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও বিরূপ মন্তব্য করবেন, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ আইনসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আটক করবে।' পরীক্ষা বিতর্কিত করার যে-কোনো অপচেষ্টা রুখে দিতে তিনি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণের নির্দেশ দেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

শিক্ষার্থীকে শাসনের জেরে তিন শিক্ষিকাকে মারধরের অভিযোগ অভিভাবকের বিরুদ্ধে

পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে শাসন করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিন শিক্ষিকাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও তার স্বজনদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার উপজেলার লক্ষ্মীকুণ্ডা ইউনিয়নের চরকুড়ুলিয়া এলাকার সেলিম রেজা আদর্শ বিদ্যানিকেতনে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিক্ষিকারা হলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামিমা নাসরিন, শিক্ষক ঝর্ণা খাতুন সাথী এবং সেলিনা বেগম। তাদের মধ্যে ঝর্ণা খাতুন সাথীকে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, বৃহস্পতিবার সকালে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী পড়া না পারায় তাকে শাসন করেন বিদ্যালয়ের পরিচালক সেলিম রেজা। পরে ওই শিক্ষার্থী বিষয়টি পরিবারকে জানালে তার মা বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান এবং একপর্যায়ে চলে যান। এরপর শিক্ষার্থীর কয়েকজন স্বজন বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষিকাদের ওপর হামলা চালান বলে অভিযোগ করা হয়। অভিযোগে আরও বলা হয়, হামলার সময় শিক্ষিকা ঝর্ণা খাতুন সাথীর গলায় ওড়না পেঁচিয়ে টেনে বিদ্যালয়ের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

পাশাপাশি কবরে শায়িত মা ও তিন মেয়ে, দোয়া চাইলেন ছেলে

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার শাহীনুর বেগম ও তার তিন মেয়েকে জানাজা শেষে কুমিল্লার হোমনা উপজেলার লটিয়া গ্রামে স্থানীয় কবরস্থানে পাশাপাশি দাফন করা করা হয়েছে। শুক্রবার রাত ১০টায় জানাজা শেষে তাদের দাফন করা হয়। এসময় স্বজন ও এলাকাবাসীর আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। পরিবারের চার সদস্যকে একসঙ্গে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছেন স্বজনরা। নিহতরা হলেন শাহীনুর বেগম, তার বড়ো মেয়ে সায়মা আক্তার, মেজ মেয়ে ইকরা আক্তার এবং ছোটো মেয়ে শিফা আক্তার। পরিবারের একমাত্র জীবিত সন্তান জুনায়েদ ইসলাম সিফাত জানাজায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমি এই হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই। নিহত অন্তর মজুমদার ছাড়াও যদি অন্য কোনো ঘাতক থেকে থাকে, তাদেরও দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। সবাই আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। নিহত শাহীনুরের মা হাজরা বেগম শোকাহত কণ্ঠে বলেন, আমার মেয়ে ও নাতনিদের যারা হত্যা করেছে, তাদের যেন ফাঁসি হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৬.০৬.২০২৬ আসাদ)

BBC

UN PAUSES STRAIT OF HORMUZ EVACUATION PLAN AFTER CARGO SHIP ATTACKED

The UN's International Maritime Organization (IMO) has paused the planned evacuation of more than 11,000 sailors stranded in the Strait of Hormuz after a cargo ship passing through the waterway was attacked. IMO chief Arsenio Dominguez said several boats had already been evacuated, but the agency wanted to ensure that "necessary safety guarantees" would continue to be in place. The British maritime security agency UKMTO reported on Thursday that a ship had been struck 7.5 nautical miles southeast of Oman's port of Dahit by "an unknown projectile". No casualties were reported. (BBC News Web Page: 26/06/26, FARUK)

AERIAL FOOTAGE REVEALS DESTRUCTION IN COASTAL VENEZUELA

After two major earthquakes hit Venezuela on Wednesday, aerial footage has revealed the destruction wrought in the coastal city of La Guira. Multi-storey buildings have collapsed across the city, which is situated to the north of Venezuela's capital, Caracas.
(BBC News Web Page: 26/06/26, FARUK)

RESCUERS SEARCH RUBBLE FOR SURVIVORS AS VENEZUELA EARTHQUAKES KILL AT LEAST 589

Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after two powerful earthquakes struck Venezuela near the capital, killing at least 589 people and injuring at least 2,980. In Caracas and the nearby coastal city of La Guira, people could be heard

calling for help from under the debris of collapsed buildings. The first 7.2-magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5-magnitude one, according to the US Geological Survey (USGS), with both occurring close to the surface, making destruction more severe. Many more people are feared dead, with others left homeless or too afraid to stay in damaged, unsafe buildings sleeping in the streets after the disaster. The earthquakes struck at 18:04 local time on Wednesday - a national holiday in Venezuela, meaning more people would have been at home than on a normal weekday.
(BBC News Web Page: 26/06/26, FARUK)

SENIOR UKRAINIAN INTELLIGENCE OFFICIAL JAILED FOR LIFE FOR SPYING FOR RUSSIA

A former high-ranking Ukrainian intelligence official has been sentenced to life in prison for spying for Russia's FSB security service. Col Dmytro Kozyura was found guilty of high treason under martial law, Ukraine's prosecutor general said. He was previously chief of staff of the Security Service of Ukraine's (SBU) anti-terrorism centre. An operation codenamed "rat" found he had used a safehouse in Kyiv to communicate with Russian handlers seeking classified information about Ukraine's military and leadership, the SBU said. The prosecutor general said Kozyura had agreed to share information "constituting state secrets" for financial reward and deserved the harshest punishment. Kyiv has announced numerous operations to expose Russian agents on its soil since Moscow launched its full-scale invasion in February 2022. (BBC News Web Page: 26/06/26, FARUK)

ASIA STOCK MARKETS SLIDE AS TECH SHARES SLUMP

Asian stock markets fell sharply on Friday, led by a sell-off in technology firms as investors worried that recent jumps in share prices had gone too far. Trading on South Korea's Kospi was temporarily halted as an 8% fall in the benchmark index triggered a mechanism intended to curb panic selling. The index closed 5.8% lower. It comes after shares in Apple fell sharply on Thursday after it announced it would raise the prices of its iPads and MacBooks due to the soaring cost of computer chips. Some investors are also concerned about the hundreds of billions of dollars being spent this year by big tech firms to build artificial intelligence (AI) infrastructure. (BBC News Web Page: 26/06/26, FARUK)

ROW OVER ALLEGED THEFT OF DONATIONS FROM INDIA'S LANDMARK RAM TEMPLE

Two-and-a-half years after Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated a grand temple to Hindu god Ram, the shrine is embroiled in an unsavoury row over allegations that donations from devotees worth tens of millions of rupees have been embezzled. The temple in the once-flashpoint city of Ayodhya in the northern state of Uttar Pradesh replaced a 16th-Century mosque torn down by Hindu mobs in 1992, sparking riots in which nearly 2,000 people died. Since its inauguration in January 2024, the three-storey temple spread over 2.7 acres has become one of India's most important pilgrimage centres, attracting an estimated 50 million visitors annually. (BBC News Web Page: 26/06/26, FARUK)

NORTH KOREA CONDUCTS MAJOR WEAPONS TESTS; SOUTH TRAINING 'DRONE WARRIORS'

North Korea has conducted major weapons tests as part of its push to strengthen its military capabilities and reinforce its southern border amid ongoing tensions with South Korea. Seoul said on Friday that it is building an army of "drone warriors" after the North's leader Kim Jong Un observed the tests the previous day and called for the country to adopt a "deadly and destructive offensive posture," state news agency KCNA reported. Kim demanded that the military ensure his country's "enemies feel constant uneasiness and fear" - an important aspect of war deterrent - and dare not attack. The weapons tested included a "special mission" ballistic missile warhead, an upgraded rocket launcher with an extended firing range and a self-propelled gun-howitzer, the AP news agency reported.
(BBC News Web Page: 26/06/26, FARUK)

US ENDS DEPORTATION PROTECTIONS (TPS) FOR HAITIANS AND SYRIANS

The US Supreme Court has sided with the Trump administration in its bid to end Temporary Protected Status (TPS) for Haitians and Syrians . The ruling allows the policy to take effect before the courts have reached a final decision on its legality.
(BBC News Web Page: 26/06/26, FARUK)

SHIA PILGRIMS GATHER IN IRAQ'S HOLY CITY OF KARBALA TO MARK ASHURA

Shia Muslims gathered in the Iraqi city of Karbala to mark Ashura, commemorating the killing of Imam Hussein, the grandson of the prophet Muhammad, at the Battle of Karbala in 680 AD. (BBC News Web Page: 26/06/26, FARUK)

US SANCTIONS RWANDA GOLD REFINERY ACCUSED OF SMUGGLING DR CONGO'S MINERALS

The US has sanctioned a major gold refinery in Rwanda and two of its executives, accusing them of smuggling minerals from rebel-controlled areas of neighbouring Democratic Republic of Congo. Washington alleged what it described as a "network" was collaborating with the M23 rebel group, which commands tracts of DR Congo that are home to vast reserves of gold and coltan, a metallic ore key to making electronics. Despite overwhelming evidence from the likes of UN experts, Rwanda has long denied supporting the M23. The government there has not responded to the US recent sanctions, but have previously described similar measures against Rwanda as unfair and one-sided. The sanctions, announced on Thursday, target the Gasabo Gold Refinery, its chairman Jean Malic Kalima and its general manager Bosco Kayobotsi. In a statement, the US alleged at least 60kg of gold, valued at millions of US dollars, were smuggled from eastern DR Congo to Gasabo Gold in early 2026. The statement accuses Rwandan government officials and soldiers of overseeing the system. (BBC News Web Page: 26/06/26, FARUK)

:: THE END ::